নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

যুধিষ্ঠির।
অর্জ্জুন।
ভীম।
শ্রীকৃষ্ণ।
সহদেব।
দুর্য্যোধন।
ধৃতরাষ্ট্র।
কর্ণ।
অশ্বত্থামা।
বৃষসেন … … … … … কর্ণের পুত্র।
কৃপ … … … … … অশ্বত্থামার মাতুল।
বিনয়ন্ধর … … … … … কঞ্চুকী।
জয়ন্ধর … … … … … ঐ
সঞ্জয়।
সৈনিক, সারথি, দূত, রাক্ষস ইত্যাদি।

স্ত্রী।

দ্রৌপদী।
ভানুমতী … … … … … দুর্য্যোধনের স্ত্রী।
জয়দ্রথের মাতা।
চেটী।
ভানুমতীর সখী।

শত্রু-সংহার।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবির সম্মুখে উড্ডীয়মান রক্ত পতাকা; পশ্চাতে দূরে অরুণকিরণোজ্জ্বল তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী।

যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

যুধি। (সম্মুখস্থ পতাকার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) অর্জ্জুন, সম্মুখে জয়-পতাকা বায়ু হিল্লোলে ক্রীড়া করছে ও পাণ্ডবদিগের উপর আনন্দ বর্ষণ করছে।

অর্জ্জু। পাণ্ডবেরা এই মাহাক্ষেত্রে আসা অবধি কোন দিবস এ প্রকার জয় লাভ করে নাই। শক্রত্রাস, ক্ষত্রিয়সিংহ ভীষ্ম শরশয্যায় দেহত্যাগ করেছেন।

যুধি। পাণ্ডবেরা পরমোৎসাহে আনন্দধ্বনি করছে, কিন্তু অনিবার্য্য যন্ত্রণার শত-ফলকে শূলে আমার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত

আমার ...

আর প্রয়োজন নাই, অর্জ্জুন[illegible] বিষাদের কারণ কি? ন্যায় যুদ্ধ ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম, ন্যা[illegible] আনন্দ আমূল বিষাদে গৌরব; কিন্তু আমাদিগের পক্ষে

যুধি। যে কারণে পাণ্ডবদিগের আনন্দ, সেই কারণেই আমার মনোবেদনা। অর্জ্জুন, আমাদের মহাজয় লাভ হয়েছে, সত্য। কিন্তু পরম পূজনীয় পরমাত্মীয় জনের পরলোক গমনে কে সুখী হতে পারে?

অর্জ্জু। আর্য্য, দুষ্টের সহায়তা করে আত্মীয় অনাত্মীয় হয়, সাধু পাষণ্ডাধম হয়।

যুধি। যথার্থ, পরমারাধ্য ভীষ্মদেব ভ্রমবশতঃ অজ্ঞান সুযোধনের সহায়তা করেছিলেন, কিন্তু মহাজনের ভ্রম হয়েছিল বলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় নাই। দেখ ভাই, কল্য রাত্রে শয়ন করে নয়ন মুদ্রিত করলেম আর অমনিই পিতামহের প্রশান্ত দেবোপম পুণ্যজ্যোতিবিমণ্ডিত প্রতিমূর্ত্তি মনোমধ্যে উদয় হল—সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সন্দর্শনই তিরস্কার—অর্জ্জুন, ক্ষত্রধর্ম্মের বশবর্ত্তী হয়ে আমরা মানবগৌরব, পৃথিবীর পুণ্যশৈল ভীষ্মদেবকে বিনষ্ট করলেম, এই চিন্তায় গতরাত্রে আমার নিদ্রাবেশ হয় নাই। ভাই, আর যুদ্ধে ইচ্ছা নাই, জয়ে বিতৃষ্ণা জন্মেছে। আর প্রতিদিন পূজনীয়, কল্যানীয় ব্যক্তিদিগের মৃত শরীর সমর-ক্ষেত্রে অবলুণ্ঠিত হ্যতে দেখা যায় না। কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে শান্তি আসুক। অর্জ্জুন, আমার ইচ্ছা কৌরবদিগের সঙ্গে সন্ধি করি। কি বল?

অর্জ্জু। আজ্ঞা, আমার ক

ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা।

[illegible]গাণ্ডীবকে বিশ্রাম দি[illegible]

করে বনবাসী হতে ইচ্ছা করেন, দাস আপনার অনুসরণ করতে প্রস্তুত।

যুধি। ভাই, বিরক্ত হইও না। আত্মীয় স্বজনের প্রাণ সংহার করা অপেক্ষা বনবাসী হওয়া শ্রেয়স্কর।

অর্জ্জু। যুদ্ধ বন্দ করলেই আমাদের পুনর্ব্বার বনবাসী হতে হবে, কারণ দুরাত্মা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও দান করবে না। আর যদিও দয়া করে দান করে পাণ্ডবেরা কি এত নিরভিমান হয়েছে যে স্বরাজ্যাপহারী দুর্য্যোধনের রাজ্যে বাস করবে?

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

যুধি। (সসম্ভ্রমে) আসুন, ভগবন!

শ্রীকৃ। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জয় হক।

যুধি। ভগবন, আর জয়ের বাসনা নাই।

শ্রীকৃ। বুঝতে পেরেছি—মলয় পর্ব্বতে নিয়তই সুবায়ু বহন করে, পাণ্ডবকুলতিলক যুধিষ্ঠিরের অন্তরে সত্ত্ব গুণই নিয়ত বিরাজমান। আপনি সন্ধি করবের মনন করছেন? এ আমি পূর্ব্বেই জানতাম।

যুধি। ভগবন, আপনকার অবিদিত কিছুই নাই। আপনি আমার মনের অভিপ্রায় জানবেন এ বড় বিচিত্র নয়। যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই, অর্জ্জুনকে আমি এই কথা বলছিলেম। ন্যায় যুদ্ধ ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম, ন্যায় যুদ্ধে জয় লাভ ক্ষত্রিয়ের গৌরব; কিন্তু আমাদিগের পক্ষে যুদ্ধ বিড়ম্বনা, জয়লাভ

যন্ত্রণার নামান্তর মাত্র। প্রত্যহ যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে শিবিরে প্রত্যাগমন করে নিহত শত্রুর জন্য গোপনে বিলাপ করতে হয়। পরাজয়ে মনস্তাপ, জয়ে মনঃকষ্ট—এ অবস্থায় যুদ্ধ অকর্ত্তব্য। অর্জ্জুন এটি পরিস্কার বুঝতে পারছেন না। আপনি আমার ভ্রাতাদিগকে সন্ধি করতে সম্মত করুন।

শ্রীকৃ। আপনার ইচ্ছা হলেই তাঁদের ইচ্ছা হবে। বীণার প্রধান তন্ত্র বাজলেই অনুতন্ত্রগণ বেজে উঠে।

অর্জ্জু। আমি আর্য্যকে ঐ কথাই বলেছি।

যুধি। অদ্য যুদ্ধের আয়োজন হবার পূর্ব্বেই আপনি একবার সুযোধনের নিকট গিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করুন।

শ্রীকৃ। আপনি যখন সন্ধি বাসনা করছেন, আমি অবশ্যই পাপাত্মা দুর্য্যোধনের নিকট যাচ্ছি। কিন্তু সন্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। আমি পূর্ব্বেই জেনেছিলাম আপনি সন্ধি প্রার্থনায় আমাকে দুর্য্যোধনের নিকট পাঠাবেন এবং দুর্য্যোধন সগর্ব্বে আপনকার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে সবংশে নিপাত হবে।

যুধি। আপনি যা জানেন তাহা হবেই হবে। অতএব আপনি একবার সুযোধনের নিকট গমন করুন। তাকে বুঝিয়ে বলবেন যে সে এখনও আমার ভ্রাতা। কেন অকারণে যুদ্ধ করে ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল করে?

শ্রীকৃ। আমি চললেম। ধর্ম্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির দেখুন দুর্য্যোধন আপাদমস্তক অধর্ম্মময় কি না? দুর্জ্জন ব্যক্তি জয়ে তৃপ্ত হয় না, পরাজয়ে চৈতন্য লাভ করে না। আমি শীঘ্রই ফিরে

আসব। সন্ধি হবে না, দুর্য্যোধন সবংশে নিধন হবে। কি পণে সন্ধি হতে পারে ?

যুধি। দেখুন, পত্রেই লেখা আছে। [শ্রীকৃষ্ণের হস্তে লিপি প্রদান।)

অর্জ্জু। ভগবন্, দেখি। (লিপি গ্রহণ করিয়া স্বগত) আর্য্যের আশ্চর্য্য মহত্বের এই একটী আশ্চর্য্য প্রমাণ। [লিপি পুনঃ প্রদান।)

শ্রীকৃ। অন্যের অন্যায়াচরণ অবিচলিত চিত্তে সহ্য করা, সদা অহিতাকাঙ্ক্ষী শত্রুকে মার্জ্জনা করা, সর্ব্বস্বাপহারকের নিকট অপহৃত দ্রব্যের কিয়দংশ লাভে সন্তুষ্ট হওয়া—এরূপ মহত্ব যাঁর আছে তিনি সকলের পূজনীয়। সেই মহত্বের দৃষ্টান্ত-স্থল ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। আমি চললেম। সারথি, রথ প্রস্তুত কর।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

যুধি। অর্জ্জুন, সন্ধি হলে বড় ভাল হয়। যখন ভীষ্ম প্রাণত্যাগ করেছেন, তখন আর কৌরবদিগের জয়ের আশা নাই, সুতরাং যদি সুযোধন এক কালীন অহংকারান্ধ না হয়ে থাকে তা হলে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হবে।

অর্জ্জু। যাহা ভাল তাহা দুর্য্যোধনের মন্দ, যাহা মন্দ তাহা দুর্য্যোধনের ভাল। সে কি সুবোধের ন্যায় কার্য্য করতে পারে ? পারত যদি—তা হলে স্বহস্তে আপনি চিতা সুসজ্জিত করত না। এখন সে চিতা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, সে কখনই তাহা নির্ব্বাণ করতে দেবে না।

যুধি। দেখা যাক্ কি হয়। অর্জ্জুন, সহদেবকে ভীমের

নিকট পাঠাও, শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত যেন যুদ্ধারম্ভ না হয়।

অর্জ্জুন। এ আজ্ঞা আর্য্যের পক্ষে বজ্রাঘাত স্বরূপ হবে।

যুধি। সহদেব অতি সুমিষ্টভাষী, সহদেব বুঝিয়ে বললে ভীমের ক্রোধ ততটা উদ্দীপ্ত হবে না। যাও সহদেবকে শীঘ্র ভীমের নিকট পাঠাও।

অর্জ্জু। যে আজ্ঞা।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

যুধি। শ্রীকৃষ্ণ বলে গেলেন সন্ধি হবে না—তাঁর কথা মিথ্যা হয় না। কি বিষম কথা বলে গেলেন! সুযোধনের সুবুদ্ধি জন্মাক, সন্ধি হক—মহারথী, মহাবাহু, মহামতি পিতামহ আমাদেরই হস্তে প্রাণত্যাগ করলেন—কি কষ্ট, কি পরিতাপ!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্রৌপদীর শিবির।

ক্রোধাবনত মস্তকে ভীমের প্রবেশ।

পশ্চাতে সহদেব।

ভীম। (সক্রোধে) সন্ধি! চিরশত্রুদিগের সঙ্গে সন্ধি! চিরপরমশত্রুদিগের সঙ্গে সন্ধি! তোমরা জান না শত্রুর প্রতি কি রূপ আচরণ করতে হয়। শত্রু নিপাতই পুরুষের কার্য্য।

সহ। আর্য্য, দুরাচার কৌরবেরা পদে পদে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে, তা আমরা বিস্মৃত হই নি, হতেও পারব না। তবে কি, আর্য্য যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা আমাদের শিরোধার্য্য।

ভীম। (সহদেবের দিকে এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া) তবে তোমাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এইক্ষণ অবধি একেবারে উঠে গেল। তোমরা শান্তস্বভাব, শত্রুদের সঙ্গে সন্ধি কর গিয়ে—ক্রোধপরায়ণ ভীম তা ভঙ্গ করবে।

সহ। (সবিনয়ে) আর্য্য, আপনি এ রূপ কুপিত হলে পরম গুরু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষুণ্ণ হবেন।

ভীম। (দুঃখে ও ক্রোধে) আর্য্য যুধিষ্ঠির কি ক্ষুণ্ণ হতে জানেন? রাজসভায় স্বীয় সহধর্ম্মিণীর অবমাননা হল, স্বচক্ষে দেখলেন; বল্কল পরে দীনহীনের ন্যায় বনবাসী হলেন; বিরাটরাজের গৃহে দাসবৃত্তি অবলম্বন করলেন; তবুও গুরুজন কৌরবদিগের প্রতি ক্ষুণ্ণ হলেন না। মৃত ব্যক্তিও এমন অপমানে ক্ষুণ্ণ হয়, যুধিষ্ঠির ক্ষুণ্ণ হলেন না। তুমি যাও, ক্রোধান্ধ ভীমের কথা রাজাকে বল গিয়ে।

সহ। আমি আর্য্যের নিকট কি নিবেদন করব?

ভীম। নিবেদন করবে এই, আমি তাঁর আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করে জগতের নিকট নিন্দনীয় হতে চল্‌লেম। আমি কৌরবরক্তে যমুনা-সলিল রক্তবর্ণ করব; আর্য্য যুধিষ্ঠিরের অপমান সহ্য করতে না পেরে তাঁর আদেশ অবহেলা করলেম। বল গিয়ে আজকের দিন আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের ভৃত্য নই, তিনি আমার গুরু নন। (উদ্ধত ভাবে পরিক্রমণ) সহদেব, তুমি যাও গুরু

জনের অনুবর্ত্তী হও, আমি অস্ত্রশালায় প্রবেশ করি। (পার্শ্বস্থ শিবিরে প্রবেশোদ্যম)

সহ। আর্য্য, এ অস্ত্রশালা নয়, পাঞ্চালীর চতুঃশালা।

ভীম। এ অস্ত্রশালা নয়, দ্রৌপদীর শিবির? ও-হ, পাঞ্চালীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে হবে। (ভূতলে উপবেশন)

সহ। আর্য্য! এই স্থানে আসন পাতা আছে, আপনি আসনের উপর বসুন।

(ভীমের আসনে উপবেশন) আর্য্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।

ভীম। ভগবান কোথায় গেছেন?

সহ। দুর্য্যোধনের নিকট।

ভীম। ও-হ, সন্ধি করতে। কি পণে সন্ধি হবে?

সহ। দুর্য্যোধন আমাদিগকে পাঁচটী প্রদেশ দেবে।

ভীম। (সক্রোধে কাণে হাত দিয়া) রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপই তেজহীন হয়েছেন বটে। পাশাখেলার সঙ্গে তিনি ক্ষত্রিয় তেজ হারিয়েছেন। তোমার কথায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। পাঁচটি প্রদেশ পেয়ে সন্ধি! মুষ্টিপরিমিত মৃত্তিকায় মহাসাগর শুষে নিলে! যাক ভাই, এ কথা যেন তুমিও বল নাই, আমিও শুনি নাই। (অবনত মস্তকে অবস্থিতি)

চেটী ও দ্রৌপদী প্রবিষ্ট হইয়া পশ্চাতে দণ্ডায়মান।

চেটী। কুমারের জয় হক।

ভীম। (না দেখিয়া ও না শুনিয়া) পাশাখেলার সঙ্গে

যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় তেজ এক কালে হারিয়েছেন। হায়! হায়! মুষ্টিপরিমিত মৃত্তিকায় মহাসাগর শুষে নিলে!

চেটী। দেবি,আজি বড় শুভ দিন,কুমারকে কুপিত দেখছি।

ভীম। সহদেব, পাঁচটি প্রদেশ নিয়ে সন্ধি! ইহারই জন্য দুর্য্যোধনের শত ভ্রাতাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পদতলে দলন করব না? ইহারই জন্য দুঃশাসনের বক্ষের রক্ত পান করব না? ইহারই জন্য দুর্য্যোধনের উরু গদাঘাতে চূর্ণ করব না?

দ্রৌপ। (আহ্লাদে) কি মিষ্ট কথাই বল্লে, আবার বল, এমন মিষ্ট কথা কখনও কারও মুখে শুনি নাই।

ভীম। (না শুনিয়া যেন) পাঁচ মুষ্টি মৃত্তিকা লালসায় সন্ধি! ইহারই জন্য কি ভীম নিবীর্য্য হবে? ইহারই জন্য কি শত কৌরব শৃগালদিগকে মহানন্দে পদদলিত করব না? ইহারই জন্য পাপাকর দুঃশাসনের বক্ষের রক্ত মনসাধে পান করব না? ইহারই জন্য পাপ দুর্য্যোধনের পাপ উরু গদাঘাতে চূর্ণ করব না? ভীম, এ কথা শুনে কি তুমি এখনও জীবিত আছ?

সহ। আর্য্য অনেক বিবেচনা করে—

ভীম। আর ও কথায় কাজ নাই। যখন বনে যান, তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কুরুকুল নিপাত করবেন, এখন যুদ্ধ করা লজ্জাকর হল? শত্রু বিনাশ করা লজ্জাকর হল? ধিক্ পাণ্ডবদিগকে! সভামধ্যে স্ত্রীর কেশাকর্ষণ লজ্জাকর হল না?

দ্রৌপ। তাঁদের এতে লজ্জা নাই। তুমি যেন এটি ভুল না।

ভীম। দ্রৌপদীর আসতে অত্যন্ত বিলম্ব হচ্ছে; এখনই যুদ্ধে যেতে হবে।

সহ। পঞ্চালকন্যা অনেকক্ষণ অবধি এখানে উপস্থিত আছেন।

ভীম। কৈ, কৈ? (ফিরিয়া দেখিয়া) দেবি, রাগ করও না, আমি মনের যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছি, সেই জন্য তোমাকে দেখতে পাই নাই।

দ্রৌপ। আমার প্রতি তোমাদিগকে উদাসীন দেখলে রাগ হয়, আমার অপমানকারীদিগের প্রতি কুপিত দেখলে রাগ হবে কেন?

ভীম। (ভীমের সম্মুখে দ্রৌপদীর উপবেশন) তোমাকে এত উৎকণ্ঠিত দেখছি কেন?

দ্রৌপ। তোমাদিগকে দেখলে সকল উদ্বেগ বিস্মৃত হই।

ভীম। (দ্রৌপদীর আলুলায়িত কেশপাশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) আমাদের সাক্ষাতেই যখন তোমার এ অপমান হয়েছে, তখন আমার জিজ্ঞাসা করা অন্যায়, তোমার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক।

চেটী। কুমার, দেবীর ক্রোধের একটী নূতন কারণ আছে।

ভীম। নূতন কারণ! কুরুকুলধ্বংসকারী প্রজ্জ্বলিত অনলে নূতন আহুতি প্রদান করলে কে?

চেটী। কুমার, শুনুন,—দেবী, মা-ঠাকুরাণী কুন্তী ও সুভদ্রা তিন জনে গান্ধারীর পদবন্দন করতে গিয়েছিলেন।

ভীম। উচিত, গুরুজন বন্দনীয়? তার পর?

চেটী। তারপর ফিরে আসবের সময় ভানুমতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল।

ভীম। শত্রুর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, এতে দেবীর ক্রোধ হতেই পারে।

চেটী। তার পর সে দেবীকে দেখে একটু হাসলে।

ভীম। হাসলে! শত্রুর হাঁসি কি সহ্য হয়?

চেটী। আরও আছে,—হেসে বললে—

ভীম। হেসে বললে? কি বললে?

চেটী। বললে, "ওহে যাজ্ঞসেনি, তোমার স্বামীরা পাঁচটি প্রদেশ চেয়েছেন—এখন কেন আর চুল খুলে রাখা?"

ভীম। শুনলে সহদেব?

সহ। আর্য্য, এ আশ্চর্য্য নয়, সে দুর্য্যোধনের স্ত্রী। স্বামী যেমন স্ত্রীও সেই রূপ হয়। মধুর লতা বিষবৃক্ষে উঠলে বিষময় হয়।

ভীম। (চেটীর প্রতি) দেবী কি উত্তর দিলেন?

চেটী। দেবী বললেন "বাঁধব"। আমি বললেম "ও ভানুমতি, দেবীর কথার অর্থ এই যে তোমার চুল খোলা হলে দেবী চুল বাঁধবেন"।

ভীম। বেশ বলেছ। পাপীয়সী উচিত উত্তর পেয়েছে—এই তোমার পারিতোষিক। (গলদেশ হইতে হার প্রদান। পরে দ্রৌপদীর প্রতি) দেবি, তোমাকে বাক্যে কি সান্ত্বনা দেব? (গাত্রোত্থান করত গদার উপর নির্ভর করিয়া) প্রতিজ্ঞা

করলেম তোমার অপমানকারী দুঃশাসনের বক্ষ ভেদ করে তার রক্ত পান করব ; (গদা শূন্যে ঘুরাইয়া) গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু চূর্ণ করব ; শেষে সেই রক্তমাখা হস্তে তোমার মুক্ত বেণী বেঁধে দেব।

জয়ন্ধরের প্রবেশ।

জয়। কুমার, ভগবন বাসুদেব—

ভীম। (সসম্ভ্রমে) ভগবান কোথায় ?

জয়। ভগবান সন্ধি-প্রস্তাব-মানসে দুর্য্যোধনের নিকট গিয়েছিলেন।

ভীম। তার পর ?

জয়। তার পর সেই দুরাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অপমান করে—

ভীম। কি ভগবানের অপমান! সন্ধি হল না, দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ হল। (উর্দ্ধে গদা ঘূর্ণন)

জয়। বললে 'যে কাপুরুষ স্ত্রীর অপমান স্বচক্ষে দর্শন করতে পারে আমি তার সঙ্গে সন্ধি করব না'।

ভীম। শৃগালের মুখে সিংহগর্জ্জন! যাক ভালই হল, সন্ধি হল না, দুর্য্যোধন সবংশে নিধন হল।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

ভীম। যুদ্ধ পুনর্ব্বার আরম্ভ হল।

(নেপথ্যে) ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের যে ক্রোধ পাশাক্রিড়ায় জন্মেছিল, যাহা রাজকন্যা, রাজভার্য্যা পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রাপহরণে বৃদ্ধি হয়েছিল, যাহা কুরুগণের মঙ্গলাভিলাষে

বিস্মৃত হতে চেষ্টা করেছিলেন, তাহা ভগবান বাসুদেবের অপমানে ভয়ঙ্কররূপে প্রজ্জ্বলিত হল।

ভীম। [সোৎসাহে] জ্বলুক, জ্বলুক, সেই ক্রোধে কুরুকুল বিনাশ হক।

নেপথ্যে রণবাদ্য।

দেবি, পুনর্ব্বার যজ্ঞারম্ভ হল। সে যজ্ঞের কারণ তোমার মনোবেদনা, পরিণাম তোমার মনোবেদনার শান্তি। দেবি, আমরা কুরুকুল বিনাশ করতে পুনর্ব্বার চললেম।

দ্রৌপ। [সবাষ্পে] তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হক। শত্রুরা শঠ ও মহাবল পরাক্রান্ত, সাবধানে যুদ্ধ করও।

ভীম। দেবি,আমাদিগের জন্য ভাবিত হইও না। যে রণক্ষেত্রে শত সহস্র উন্মত্ত হস্তি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে সৈন্যশ্রেণীকে পদতলে দলিত করছে, শত সহস্র বীর পুরুষ বীর-নাদে গগণ বিদীর্ণ করে শত্রুর প্রাণ নাশ করছে, রক্ত-স্রোতে শত সহস্র মৃত দেহ ভেসে চলে যাচ্ছে, সেই রণক্ষেত্র পাণ্ডবদিগের প্রমোদভূমি। অতএব আমাদিগের জন্য কোন আশঙ্কা করও না। দেবি, চললেম। তোমার নিকট এই প্রতিজ্ঞা করে চললেম—কুরুকুল ধ্বংস করব, দুর্য্যোধনের পাপ উরু গদাঘাতে চূর্ণ করব,—দুঃশাসনের বক্ষ ভেদ করে রক্ত মাখা হস্তে তোমার মুক্ত বেণী বন্ধন করে দিব।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ-প্রাসাদ।

দুর্য্যোধন ও বিনয়ন্ধরের প্রবেশ।

দুর্য্যো। গোপনেই হক অথবা প্রকাশ্যরূপেই হক, স্বতঃই হক অথবা পরতঃই হক, শত্রুর একটুও অপকার করতে পারলে তাতে আনন্দ আছে।

বিন। আজ্ঞা হাঁ।

দুর্য্যো। অভিমন্যু প্রাণত্যাগ করেছে, আমাদের আহ্লাদের সীমা নাই। লোকে বলছে অভিমন্যু অন্যায় সমরে নিহত হয়েছে—বলুক—অভিমন্যু তো যমের তৃপ্তি সম্পাদন করেছে—আমাদেরও সম্পাদন করেছে——যথেষ্ট।

বিন। আজ্ঞা, তা বটে। তবে কি, আচার্য্য দ্রোণ, মহাবল কর্ণ, কি রথীশ্রেষ্ঠ জয়দ্রথের পক্ষে এতে কোন পৌরুষ নাই।

দুর্য্যো। নাই থাকল। নপুংসক শিখণ্ডিকে সম্মুখে রেখে বৃদ্ধ ভীষ্মকে পাণ্ডবেরা নিহত করলে——বল দেখি এতে কি পৌরুষ?

বিন। পৌরুষ কিছুই নাই।

দুর্য্যো। নাই, তবে বল দেখি শত্রুশিশু অভিমন্যুকে মারা দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথের পক্ষে অনুচিত কেন? ঐ অভিমন্যুর হস্তে আমার অর্দ্ধ অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হয়েছে—কালসর্প

ক্ষুদ্র হলেও কালসর্প। এই রূপে ক্রমে ক্রমে পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হক।

বিন। আজ্ঞা, পাণ্ডবেরা ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হক।

দুর্য্যো। (সাবেগে) শত্রুদিগকে সমূলে বিনাশ করব। বাহুবলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবেরা সবংশে নিপাত করবে।

বিন। (কর্ণে হস্ত দিয়া) কি বলেন, কি বলেন? ন কথ্য, ন শ্রাব্য!

দুর্য্যো। কি! তুই কি পাণ্ডবদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী? পাণ্ডবদিগের অমঙ্গলের কথায় কি তোর কর্ণ দগ্ধ হয়, হৃদয়ে শেলবিদ্ধ হয়? দূর হ, দূর হ।

বিন। প্রভো, ক্রুদ্ধ হবেন না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চিরদিনই আপনাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, কখনই পাণ্ডবদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নয়। আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

দুর্য্যো। তবে কি জন্য আমার বাক্য তোমার পাপ কর্ণে "ন শ্রাব্য" হল?

বিন। মহারাজ—

দুর্য্যো। শীঘ্র বল—তোমার দুর্ব্বাক্যের মার্জ্জনা নাই। তুমি প্রতিপালকের অপকারক—যে এমন দুর্ব্বাক্য আমার সাক্ষাতে বলতে সাহস করে, সে অনায়াসে আমার প্রাণও নিতে পারে।

বিন। মহারাজ, আপনি মহাক্ষমাবান। যদি অপরাধ হয়ে থাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু আমার কোন অপরাধ হয় নাই।

আপনি এক কথা বলতে আর এক কথা বলে ফেলেছেন।

দুর্য্যো। কি ?

বিন। যা না বল্‌বেন তাই বলে ফেলেছেন।

দুর্য্যো। কি বলেছি ?

বিন। বলবেন “সুযোধন পাণ্ডবদিগকে সবংশে নিপাত করবে” না তারই বিপরীত বলে ফেলেছেন। বলেছেন “পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনকে”—সে কথা মুখে আনতে পারলেম না।

দুর্য্যো। বটে! আমি এমন কথা বলেছি—বলতে পারি। যাক বলেছি, বলেছি। মনের বেগ রসনা সর্ব্বদা সম্বরণ করতে পারে না। সারথিতাড়িত অশ্বের কখনও কখনও পদস্খলন হয়।

বিন। আজ্ঞা, আপনকার মুখখান সত্যের প্রস্রবণ। তবে অমঙ্গল বাক্য শুনতে—

দুর্য্যো। বাক্য, বায়ু, ছায়া, এ তিনটী অবস্তু, সুতরাং বুদ্ধিমান লোকে ইহাদিগকে গ্রাহ্য করেন না।

বিন। আজ্ঞা, তাই বটে। তবে কি আমরা বৃদ্ধ—

দুর্য্যো। সৈন্যগণ প্রস্তুত হয়েছে কি ?

বিন। আজ্ঞা সকলেই প্রস্তুত—পূর্ব্ব প্রান্তরের পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত সেনাগণের ঢেউ খেলছে।

দুর্য্যো। মহাবীর কর্ণ ও শল্য এসেছেন কি ?

বিন। আজ্ঞা। কর্ণ, বিকর্ণ, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীক, কৃতবর্ম্মা, শল, শল্য—

দুর্য্যো। আমি সকলের নামের তালিকা চাচ্ছি না।

বিন। আজ্ঞা। সর্ব্বাগ্রে কর্ণের রথের পঞ্চদশ রক্ত পতাকা শোভা পাচ্ছে; উভয় পার্শ্বে চিত্রসেন ও বিবিংশতির

রৌপ্যনির্ম্মিত স্বর্ণ-কলস-বিশিষ্ট দুই মহাকায় রথ সূর্য্য-রশ্মিতে ঝকমক করছে—তাদের পশ্চাতে—

দুর্য্যো। আর বর্ণনার প্রয়োজন নাই। বৃদ্ধের বাক্যই সার। ক্ষান্ত হও।

বিন। যে আজ্ঞা। অভিমন্যু বধে সেনাগণের উৎসাহ যে কত বেড়েছে বলা যায় না। পাষাণস্তূপরুদ্ধ মহানদের ন্যায় সেনাদল দণ্ডায়মান হয়ে আপনার অনুজ্ঞা প্রতীক্ষা করছে—

দুর্য্যো। অতি আহ্লাদের বিষয়, আমি যাচ্ছি।

নেপথ্যে রণবাদ্য।

বিন। ঐ শুনুন,—শঙ্খ, ভেরী, দুন্দুভি, ঢক্কা, পেশী, আনক, শৃঙ্গ একেবারে বেজে উঠেছে। ভোঁ, ভোঁ, ঘঢা, ঘঢা,

দুর্য্যো। ভানুমতি কোথায়?

বিন। উদ্যানে।

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

নেপথ্যে রণ-বাদ্য।

অতি উত্তম বাজনা—ভোঁ, ভোঁ, ঘঢা, ঘঢা, ঘঢা, ঘঢা; ভোঁ, ভো, ঘঢা, ঘঢা, ঘঢা।

ক্ষত্রিয় জাতটে এমন, আপনা আপনি কাটা কাটি করে মরে। একেই বলে আবার ধর্ম্ম, পৌরুষ, যশ। অতি সুন্দর বাজনা,—ভোঁ ভোঁ ঘঢা ঘঢা ঘঢা ঘঢা। যুদ্ধের এইটুক খানিই ভাল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

সখী সঙ্গে ভানুমতীর প্রবেশ।

সখী। সখি, দেখ দেখ সকাল বেলার বাতাসে শিউলি ফুলগুলি বৃষ্টি ধারার মত পড়ছে—তলা ঢেকে ফেলেছে। কিন্তু শিউলি ফুল কামিনীর ফুলের নিকট হার মেনেছে। পাতার শোভা, ফুলের শোভা, গাছের শোভা, কামিনীতে তিনই একত্রে মিলেছে। আহা, মৌমাছির ভর সয় না, পাপড়ি গুলি এলিয়ে পড়েছে। প্রকৃত কামিনীই বটে। শ্বেত পাথরের চৌবাচ্চার মধ্যে নীল পদ্ম ফুটেছে। একটী, দুটী, তিনটী, এই আর একটী চারটী; ভারেতে সবগুলি অৰ্দ্ধেক অৰ্দ্ধেক ডুবে রয়েছে—দেখ দেখ ঐ একটার উপর রূপার টুকরার মত একটা মাছ লাফিয়ে পড়ল, যা ফুলটো ডুবে গেল—আবার ভেসে উঠল। ভ্রমরটা ফুলের সঙ্গে ডুবেছিল—পদ্মিনীর প্রতি তার এমনই অনুরাগ। চল ঐ ফোয়ারার পাশে চামেলি ও যূইয়ের কুঞ্জ-মধ্যে বর্ণ বেদীর উপর বসে শরীর শীতল কর। (উভয়ের অগ্রসরণ) আ চারিদিকে শোভা, চারিদিকে সুগন্ধ, চারিদিকে সুস্বর। তোমার আগমনে পাখীরা চারিদিকে স্বরসুধা বর্ষণ করছে।

ভানু। মনে উদ্বেগ থাকলে শচীও নন্দন কাননে অসুখী হন।

সখী। ভানুমতি, সে কি? তোমার কিসের উদ্বেগ।

ভানু। (দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত) কি আর বলব, সখি, বড় কুসপ্ন দেখেছি।

সখী। সে কি? স্বপ্ন দেখে এত বড় দুর্য্যোধনের মহিষী কি কাতর হবে?

ভানু। এ যে অতি কুস্বপ্ন, সখি।

দুর্য্যোধন অন্তরালে প্রবিষ্ট।

সখী। "স্বপ্নের কু, ঘটায় সু"—এ কথা কি শোন নি? অমঙ্গল দেখেছ, মঙ্গল হবে।

ভানু। ভগবান দ্রোণাচার্য্যের মুখে শুনেছি কখনও কখনও স্বপ্নদর্পণে ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। আমি যা দেখেছি—

সখী। চুপ করলে কেন?

ভানু। তা মনে হলে সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হল তখন পূজনীয় ভীষ্ম বলেছিলেন "যুদ্ধ না করাই আমাদের কর্ত্তব্য—এতে আমাদের জয়ের আশা নাই।" স্বপ্নও আমাকে, ওহ, তাই দেখালে।

সখী। স্বপ্নে কি দেখেছ শুনি।

ভানু। শুনবে, বলছি? দেখলেম একটী অতি সুরম্য স্থান, সেখানে একশত হীরকখচিত স্বর্ণস্তম্ভ। এক একটী স্তম্ভ এক একটী কৃষ্ণ সর্প বেষ্টন করে আছে। একটীর মস্তকে এক অপূর্ব্ব মণি, কৃষ্ণবর্ণ-মেঘ-বিনির্গত সূর্য্যকিরণ-প্রবাহের ন্যায় শোভা পাচ্ছে। সর্পগুলি প্রসস্ত ফণা বিস্তার করে যেন পৃথিবীকে আচ্ছাদন করে রেখেছে। আমি মধ্যস্থলে, আমার কোন ভয় হল না, বরঞ্চ বোধ হল যেন সে সর্পগুলি আমাকে রক্ষা করছে।

সখী। অতি আশ্চর্য্য!

ভানু। সেই মণি-ভূষিত সর্পটী স্তম্ভ হতে অবতরণ করে আমার শরীরে আরোহণ করলে।

সখী। ও মা গো—কালসর্প গায়ে উঠল—তুমি আউ মাউ করে চেঁচিয়ে উঠলে না।

ভানু। না আমার শরীর শীতল হল। তার পর সর্পটী তার মস্তক আমার বক্ষস্থলে সংস্থাপন করলে। আমার শরীর তার মণির আভায় জ্যোতির্ম্ময় হল।

সখী। কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য!

দুর্য্যো। (স্বগত) দুর্য্যোধন-বাঞ্ছিত হৃদিপদ্মে কালসর্পের অবস্থান!—এ স্বপ্ন মাত্র,—শেষ পর্য্যন্ত শুনি।

সখী। আমি হলে আমায় সাপে না থাক ভয়ে খেয়ে ফেলত, সাক্ষাৎ যম বুকের উপরে মাথা পেতে রাখলে! তার পর

ভানু। তারপর কিসের গর্জ্জন শুনতে পেলেম—ক্রমেই সে গর্জ্জন বাড়তে লাগল। সর্পগুলি মস্তক উত্তোলন করে ভীষণ প্রতিগর্জ্জন করতে আরম্ভ করলে! উহ, কি গর্জ্জন! সাগর ও বজ্র যেন বুদ্ধ মানসে গর্জ্জন করতে লাগল—

সখী। আবার চুপ করলে কেন?

ভানু। কি বলছিলেম?

সখী। বলছিলে কিসের গর্জ্জন শুনতে পেলে।

ভানু। হাঁ মনে হয়েছে। কিছু ক্ষণ এই রূপ গর্জ্জন ও প্রতিগর্জ্জন হতে লাগল। তারপর দেখি পাঁচটী অজগর সর্প—রক্তবর্ণ-ভয়ঙ্কর-চক্ষু—অগ্নিময়-চক্ষু—এক একটী কৃষ্ণ সর্পকে ধরতে লাগল আর গ্রাস করতে লাগল—আমার ভয় গিয়ে

দুঃখ উপস্থিত হল—আমি কাঁদতে লাগলেম, হাহাকার করতে লাগলেম।

সখী। কেঁদে ফেল না, স্থির হয়ে বল।

ভানু। শত সর্প সব গেল, একটীও রইল না, স্তম্ভ-গুলি রইল না, সেই মনোহর প্রদেশের শোভা রইল না, পৃথিবী ক্রমে গলে অদৃশ্য হল। আমিই শূন্যের মধ্যে রইলাম—উর্দ্ধে শূন্য, অধোতে শূন্য, চতুর্দ্দিকে শূন্য। আমার শরীরের মাংস গলে যেতে লাগল।

সখী। উহ, শুনে আমার শরীর সিহরে উঠল।

ভানু। আমার শরীরের মাংস গলে যেতে লাগল, শুদ্ধ কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট রইল কিন্তু, ওহ,প্রাণ গেল না। শূন্য ঘোর অন্ধকারময় হল, আমি ক্রমেই তাতে যেন ডুবতে লাগলেম—ডুবি তল পাই না—এমন সময় প্রভাতী বাদ্যে নিদ্রা ভঙ্গ হল।

সখী। কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন—অতি কুস্বপ্ন, সখি।

দুর্য্যো। (স্বগত) ঠিক বলেছ, সখি! এ অতি কুস্বপ্ন। শত সর্প আমরাই শত ভ্রাতা। শত সর্পের আশ্রয়-স্তম্ভ চূর্ণ হল, আমাদের দন্তও এই প্রকারে চূর্ণ হবে। আমি নির্ভীক, সর্ব্বদমন দুর্য্যোধন, আমার মন দমে গেল। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকে স্বপ্নের বিপদে—আসন্ন বিপদেও ভীত হবে না। যম যদি পাণ্ডবরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন তা হলেও এ অন্তরে ভয় সঞ্চার হবে না।

সখী। সখি, গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণকে দান ও ত্রিসন্ধ্যা সূর্য্য, অগ্নি ও মহাদেব পূজা করলে স্বপ্নের অমঙ্গল খণ্ডন হতে পারে।

ভানু। হয় কি সখি? তুমি কার মুখে শুনেছ? কোন

শাস্ত্রে লেখা আছে কি? আমার মনে নিচ্ছে কিছুতেই খণ্ডন হবে না।

সখী। হয়, সখী, হয়। আমি মায়ের মুখে এ কথা শুনেছি।

ভানু। কি করতে হবে সখী? গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণকে দান, সূর্য্য অগ্নি ও শিবপূজা?

সখী। হাঁ। সূর্য্যোদেব উদয় হয়েছেন। এইক্ষণে তাঁর পূজার উপযুক্ত সময়। তুমি বস আমি অর্ঘ্য পাত্র ও ফুল নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

ভানু। যাতে এ অমঙ্গল খণ্ডন হয় আমি তা করব। যদি অতি কঠোর ব্রত দ্বারা এ স্বপ্নের দোষ খণ্ডন হয় আমি তাও করব।

দুর্য্যো। (স্বগত) না জানি দেবীর মনে কি উদ্বেগই হয়েছে। সুকুমার পল্লবে শিলাবৃষ্টি; নিহার বিন্দুতে মধ্যাহ্ন তপন-কিরণ! (প্রবেশ করিয়া প্রকাশে) দেবি, তুমি যদি কঠোর ব্রত সাধনের কষ্ট স্বীকার করবে তবে আমার সর্ব্বত্র-বিজয়ী অক্ষৌহিণীতে কি প্রয়োজন? তুমি যদি কষ্ট স্বীকার করবে তবে যুদ্ধ-বিশারদ দ্রোণাচার্য্য, মহাবীর কর্ণ আছেন কি করতে? অতুল পরাক্রম কৃপাচার্য্য, সমরানন্দ অশ্বত্থামা, মহাধনুর্দ্ধর শল্য অস্ত্র ধারণ করেন কিসের জন্য? সিন্ধু, গুজ্জরাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, অঙ্গ, তৈলঙ্গ, কর্ণাট বর্ম্মচর্ম্ম অস্ত্রে সুসজ্জিত কিসের জন্য? মহিষি, তোমাকে শত ভ্রাতার বাহুবল রক্ষা করবে—তোমার শঙ্কা কি? তুমি দুর্য্যোধন কেশরীর মহিষী, তোমার কিসের ভয়?

ভানু। দেবতারা প্রসন্ন হয়ে তোমাদের নিকট হতে অমঙ্গল দূরে রাখুন।

দুর্য্যো। যাহাদের হৃদয় ও হস্ত স্বল্পবল তারাই দেব-প্রসাদের উপর নিভর করে। (দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া) এই আমার বল, এই আমার সহায়, এই আমার বিঘ্নহারক, এই আমার শত্রুনিপাতক।

ভানু। আর্য্যপুত্র, ও কথা মুখে এন না, ও কথা শুনে হৃৎকম্প হল।

দুর্য্যো। তবে আর বলব না। তুমি দেবতাদের নিকট আমার মঙ্গল প্রার্থনা কর। সখি এসেছ?

সখীর প্রবেশ।

ভানু। এনেছ দেও। (অর্ঘ্য লইয়া ও সূর্য্যাভিমুখী হইয়া)

সর্ব্বভূত কারণং, সর্ব্বজীব জীবনং, সর্ব্বলোক পালনং
নমামি দেব ভাস্করং।
অনন্ত বিশ্বভূষণং, অনন্ত বিশ্বভাসনং, অনন্ত বিশ্বরক্ষণং
নমামি দেব ভাস্করং॥
বিঘ্নরাশিনাশনং, পাপপুঞ্জদাহনং, দীন হীন তারণং,
নমামি দেব ভাস্করং॥

দেহি দেব মেহভয়ং———

দেব যে হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হলেন! ভগবন, আপনি কি দাসীর প্রতি বিমুখ হলেন? দেব অভাগিনীর প্রতি নির্দ্দয় হবেন না। অতি কাতর স্বরে আপনাকে ডাকছি, কাঙ্গালিনীর প্রতি প্রসন্ন হন্। আপনি ত্রিভুবনের ভার বহনে সক্ষম, দাসীর বিপদ মোচন করা কি এত কঠিন হল? দেব, দীননাথ, অনাথনাথ

বিপদভঞ্জন, শরণাগতবৎসল, অভাগিনীর কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করুন।

ভীষণ মেঘগর্জ্জন, ঝড়ের শব্দ ও মনুষ্যের কোলাহল।

এ কি? গেলুম, গেলুম, গেলুম। (হস্ত হইতে অর্ঘ্য পাত্রের পতন)। আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

[সভয়ে দুর্য্যোধনের হস্তধারণ।

দুর্য্যো। ভয় কি? আমি এখানে।

সখী। কি ভয়ানক ধূলা উড়ছে—ঐ কত লোক উর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছে।

দুর্য্যো। এ দেখছি আমারই সেনাগণ—ঝড়ে অত্যন্ত ক্ষতি হল।

সখী। কি বেগে ঘোড়াগুল ছুটেছে।

দুর্য্যো। এ দেখছি সৌমদত্তির শ্বেত অশ্বগণ। কি করি?

সখী। মহারাজ, সর্ব্বনাশ হল, গোটাকতক হাতি উন্মত্ত হয়ে এ দিকে এল। ঐ এল, এল, এল।

ভানু। কোথায় যাব, কোথায় যাব? রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

সখী। গাছ পালা মড় মড় করে ভেঙ্গে এ দিকে এল।

দুর্য্যো। চল, চল, আমার সঙ্গে চল। দেবি, ভয় নাই।

সখী। ও মা গো কোথায় যাব গো?

দুর্য্যো। সখি, ভয় নাই। আমার সঙ্গে প্রমোদ গৃহে চল।

সখী। চলুন, চলুন।

দুর্য্যো। চল দেবি, শীঘ্র চল। কাঁপছ কেন? কোন ভয় নাই।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ-গৃহ।

দুর্য্যোধন, ভানুমতি ও সখীর প্রবেশ।

দুর্য্যো। দেবি, চক্ষু খোল। আবার চক্ষু নিমীলিত করলে? এখানে ঝড়ও নাই, ধূলাও নাই, উন্মত্ত হস্তীও নাই। পবন প্রস্তর প্রাচীরের বাহিরে প্রভাব দেখাচ্ছেন; এ দুর্গে প্রবেশ করা তাঁর সাধ্যাতীত।

সখী। বিপদ গেলেও তার ভয় অনেক ক্ষণ থাকে। সখি, চোখ মেল, আমরা প্রমোদ-গৃহের মধ্যে এসেছি।

ভানু। (চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া) বাঁচলেম, আমি মনে করেছিলাম পৃথিবী ঝড়ে গুঁড় হয়ে আকাশে উড়ছে—পৃথিবী এখনও আছে। এমন ঝড় তো কখনও দেখিনি; এখনও হুহু করছে।

দুর্য্যো। এই মণিময় স্বর্ণ-পর্য্যঙ্কে বস। (উভয়ের উপবেশন) তোমার এক বিন্দু কষ্টে আমার কষ্টের সীমা থাকে না।

মধুমালতী ফুলের পাখা খানা দিয়ে দেবীকে বাতাস দেও। দেবি, সুস্থ হয়েছ তো?

ভানু। আর্যপুত্র, এ বুঝি বিপদের আরম্ভ। ভগবান দিনমণির পূজা সমাপ্ত হল না, ভাবি অমঙ্গলের প্রতিকার হল না।

দুর্য্যো। দুর্ভাবনা তস্করকে তোমার প্রেমসুধাময় অন্তরে প্রবেশ করতে দিও না; দুরাত্মা সুযোগ পেলেই শান্তি অপহরণ করে। অপ্রিয় চিন্তাকে অন্তরে পোষণ করও না।

[নেপথ্যে] মহারাজ, ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে।

সকলে। (চকিতে) এ আবার কি?

দুর্য্যো। কি ভেঙ্গেছে?

বিনয়ন্ধরের প্রবেশ।

বিন। মহারাজ, ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে।

দুর্য্যো। কি ভেঙ্গেছে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ?

বিন। একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।

দুর্য্যো। স্পষ্ট করে বল না ছাই, কি ভেঙ্গেছে?

বিন। মস্তক ভেঙ্গেছে।

দুর্য্যো। কার?

বিন। আপনকার।

দুর্য্যো। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ঝড়ে তোমাকে উন্মাদ করেছে না কি?

বিন। আপনকার রথের মস্তক ভেঙ্গে একেবারে ভূতলে পড়েছে।

দুর্য্যো। ভেঙ্গেছে? ভাঙ্গুক। সে জন্য তুমি উন্মাদ হলে কেন?

ভানু। রথ-ধ্বজা ভেঙ্গেছে—অমঙ্গলের উপর অমঙ্গল।

বিন। দেব, এই অমঙ্গল শান্তির ইচ্ছাই আমাকে উন্মাদ করেছে।

দুর্য্যো। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মুহূর্ত্ত মধ্যে সহস্র অমঙ্গল ঘটলেও দুর্য্যোধন ভীত হয় না। যাও, অন্য রথ প্রস্তুত করতে বল গে। সেনাগণের কি রূপ অবস্থা ?

বিন। পরাজয়ের অবস্থা। শুনেছেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, এখন দেখুন বিনা যুদ্ধে পরাজয়। পাণ্ডবগণ অপেক্ষা ঝড়ে আপনকার অধিক অনিষ্ট করেছে—দৈব-শত্রু নর-শত্রু অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর।

দুর্য্যো। দৈব, অদৃষ্ট, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, এ সকল কথা স্ত্রীলোকের নিকট বলও—আমি স্ত্রীলোক নই, জান তো বিনয়ন্ধর!

ভানু। আর্য্যপুত্র, স্ত্রীলোক অবোধ বটে কিন্তু কঞ্চুকী যে কথাগুলি বলছেন তা সত্য।

দুর্য্যো। তুমি যখন বলছ সত্য, তখন মেনে নিলাম দৈব আমার বিপক্ষ—তা করব কি ?

বিন। এক্ষণকার কর্ত্তব্য অমঙ্গল শান্তি করা। বেদ পাঠ, হোম ও ব্রাহ্মণ-ভোজন দ্বারা এ অমঙ্গল নিরাকৃত হতে পারে।

দুর্য্যো। যা হয় কর গিয়ে, আমার তাতে কোন আপত্তি নাই।

বিন। পুরোহিত সুমন্ত্রকে ডেকে পাঠাই ?

দুর্য্যো। আমি তো বলে দিয়েছি যা হয় কর গিয়ে।

বিন। আপনার আজ্ঞা ব্যতীত কিছুই করতে পারি নে।

দুর্য্যো। বিরক্তই করলে, যাও, যাও, যাও।

বিন। আমি চললেম। (স্বগত) অত ঔদ্ধত্য ভাল নয়।

ভানু। আর্যপুত্র, অমঙ্গলের উপর অমঙ্গল, আজ যুদ্ধে যেও না।

দুর্য্যো। দেবি, আমার জন্য ভয় করও না। আজ যদি যুদ্ধে না যাই, পাণ্ডবেরা আমাকে কাপুরুষ মনে করবে—যুদ্ধে যেতেই হবে। ছিন্ন বিছিন্ন সেনাদল পুনর্ব্বার এক্ষণেই সুসজ্জিত করছি।

ভানু। আমার মন যে কেমন করছে, যেও না। আজ যেতে দিতে মন সরছে না, যেও না। আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর, যেও না।

দুর্য্যো। দেবি, কেন নিষেধ কর? আজ আমি দেখাব দুর্য্যোধন কুলক্ষণে ভীত নয়।

জয়দ্রথ-মাতার প্রবেশ।

মাতা। (কাতর স্বরে) কুরুনাথ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন—আমার জয়দ্রথ ভিন্ন আর কেউ নাই।

দুর্যো। মা, হয়েছে কি? অদ্বিতীয় বীর পুরুষ জয়দ্রথের সম্বাদ ভাল তো?

মাতা। ভাল কৈ?

দুর্যো। কেন?

মাতা। অর্জ্জুন পুত্র বধে ক্রোধান্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে যে সূর্য্যাস্ত মধ্যে— (রোদন)

দুর্য্যো। প্রতিজ্ঞা করেছে জয়দ্রথকে বধ করবে? আমি বলছি, দুর্যোধন বর্ত্তমানে গাণ্ডীবী জয়দ্রথের একটী কেশও নষ্ট করতে পারবে না। অর্জ্জুন পুত্রশোকে উন্মত্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে—প্রতিজ্ঞা কখনই পূর্ণ হতে দেব না।

মাতা। পাণ্ডবেরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে, মরে কি বাচে জ্ঞান নাই।

দুর্য্যো। পাণ্ডবদিগের আস্ফালনই সার। যখন সভা-মধ্যে দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করলে তখন গাণ্ডীবীর গাণ্ডীব কোথায় ছিল? তখন বীর পুরুষের কি রাগ ছিল না?

ভানু। দ্রৌপদী এখন সেই রাগে চুল বাঁধেন না।

মাতা। চন্দ্রসূর্য্যকে সাক্ষী করে বলেছে যে প্রতিজ্ঞা পূরণ না হলে আত্মঘাতী হবে।

দুর্য্যো। তবে যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের সহিত উৎসন্ন হয়েছেন। মা, আপনি জানেন না জয়দ্রথের কি অসাধারণ পরাক্রম। পাণ্ডবদিগের মধ্যে এমন কে আছে যে তাঁর সমকক্ষ হতে পারে? তাতে জয়দ্রথের সহায় দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন আর শত শত মহারথী। তবু কি আপনার আশঙ্কা যায় না?

মাতা। ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞার কথা মনে হলে দেহে প্রাণ থাকে না।

দুর্য্যো। পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞা করতে অত্যন্ত তৎপর। কিন্তু কোন্ প্রতিজ্ঞাটা পালন করতে পেরেছে? ভীম না দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্ত পান করবে? গদাঘাতে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করবে? জয়দ্রথকে বধ করাও সেই রূপ প্রতিজ্ঞা।

মা, আমি চললেম। উন্মত্ত অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল করবই করব। শীঘ্র রথ প্রস্তুত কর।

[সজল নয়নে দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতীর দৃষ্টি।]

বিনয়ন্ধরের প্রবেশ।

বিন। দেব, রথ সজ্জিত হয়েছে। মহারাজ, এক অদ্ভুত কথা শুনলেম—ঝড়ে আমাদের সৈন্যের মধ্যে প্রলয় উপস্থিত কিন্তু পাণ্ডবদিগের কোন অনিষ্ট হয় নাই, তারা মহোৎসাহে সিংহনাদ করছে।

দুর্য্যো। পাণ্ডবেরা আমার শত্রু, দৈবও আমার শত্রু; আজ আমি উভয় শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হব। দেবি, চললেম। নিষেধ করও না। আমার প্রতিজ্ঞা সুমেরুর ন্যায় অটল। প্রসন্ন হয়ে বিদায় দেও।

ভানু। চললে? (দুর্যোধনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রোদন)

দুর্য্যো। দেবি, ক্রন্দন করে আমার ক্ষত্রিয় তেজ নির্ব্বাণ করও না। চললেম, কোন আশঙ্কা করও না।

[দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথ-মাতার প্রস্থান।

ভানু। সখি, কপালে কি আছে? মন যে কেমন করে। (সখীর গলদেশ ধরিয়া রোদন)

সখী। শান্ত হও। ভয় কি, ভয় কি? চল, অন্তঃপুরে যাই। [উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

বিন। দেব, আমি অমঙ্গল শান্তির আয়োজন করি গে,

[নেপথ্যে] যা ইচ্ছে করগে।

বিন। দৈবকে অগ্রাহ্য করে কার্য্য করা আর পতনোন্মুখ গৃহে প্রবেশ করা উভয়ই সমান। ভীষ্মের বারণ শুনলেন না,—যাই সুমন্ত্রকে ডেকে আনি। দেখি, যদি কোন প্রতিকার করতে পারি। বেদ পাঠ, হোম ও ব্রাহ্মণভোজন। তিনটাই অতি কর্ত্তব্য—তার মধ্যে শেষটাই সার।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিদয়া রাক্ষসীর প্রবেশ।

নিদ। [বিকট হাস্য করিয়া] বয় মদা হয়েতে। হাতীর পেতেয় তয়বি, মানুষের মাথায় ঘিলু, ঘোয়ায় বুকেয় অক্ত, কত্ত থাব, কত্ত ছয়াব, কত্ত বিল্লব, কত্ত তুলে আথব। তিয়কাল ধয়ে হুদ্ধ হক। [মাংস চর্ব্বণ ও নৃত্য]

ময়ে আদা আদায় থেল্লে,
ন্যাতে আক্কস আক্কসী মিল্লে।
আদ ভোগে দমেতে মাস,
তায়া থায় গয়াস গয়াস।
কত মদা হয়েতে ভাই ;
থাই আয় নাত্তি, নাত্তি আয় থাই।
ধিন তা তা, তা তা ধিন তা তা,
থাই আয় নাত্তি, নাত্তি আয় থাই !
ধিন তা তা, তা তা ধিন তা তা,
থাই আর নাত্তি, নাত্তি আর থাই।

তাদা মাসের তেয়ে পতা মাস ভাল আগে, আবায় দদি তায় পোক্কা হয়, বাসে আমোদ কয়ে তোলে। পোক্কা থাই

কতমতিয়ে, মাস খাই তেত্তে তেত্তে। [নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া] আয়ে, কুকুয়ে এয়েথে মাস খেতে। এক গয়াসে গিয়ে খাব না? খা—য়া—[বিকট চীৎকার করিয়া নেপথ্যের দিকে ধাবমান হওয়া] দা, পাল্লিয়ে বাঁতলি। দেখি পত্তা মাস মেলে কি না? [এক খণ্ড মাংস তুলিয়া ও নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ লইয়া] উঁ হুঁ বাস হয় নি। [দ্বিতীয় মাংস খণ্ড লইয়া] বাস হয়েথে, পোক্কাতী হয় নি; এথান বগল্লে আথি। [তৃতীয় মাংস খণ্ড লইয়া] এ বয় তাদা—আয় কুকু, খা। [নিক্ষেপ ও এই রূপে অন্বেষণ করিতে করিতে নিষ্ক্রমণ]

বজ্রনখ রাক্ষসের প্রবেশ।

বজ্র। নিড্‌ডেডা এখানে নি। একবাড় ডাকি। নিড্‌ডেডা, ও নিড্‌ডেডা!

[নেপথ্যে] বদন্নো দাকে বুধি? আমি পত্তা মাস —আয়ে পত্তামাস খুদতে নেগেথি, দেতে পায়ি নে য়ে পায়ি নে।

বজ্র। ওড়ে আয়ড়ে আয়, টোড় পায়ে ডড়ি।

নিদয়ার প্রবেশ।

নিদ। আয়ে আক্ষসে, এ পেত ভয়ে পত্তা মাস খেতে দিলি নি। তুই কোথি গিয়ে থিলি য়ে?

বজ্র। মু গেয়েছেনু ট হিড়মী ডেব্বীর কাছে, ঘটোটকচ মড়েছে টাই কেডে সাড়া হল।

নিদ। ঘদচু কবে ময়েথে আদও হিলম্বীর কাদনা তোকে নি?

বজ্র। মু কট বড়নু, যট বড়ি টট কাঁদে, যট বড়ি টট

কাঁডে। মু ডাক্ষস, ডেখে মোড়ই কাদনা এল। নিড্ডেডা, মু আজ হেঁটে হেঁটে সাড়া হয়েছি, হাটিড় কপাড়ে কড়ে আডমনটাক ড়টক এনে দে না ?

নিদ। মোয় দায় পয়েথে। অক্তে মাসে মাত্তা ভয়া অয়েথে, খুদে নিতে পায়িস্ নে ?

বজ্র। টুই দিলে জেয়াডা মিট্টি লাগে।

নিদ। হি, হি, হি। ঘয়ে তল, কত্ত অক্ত ধয়ে এথেথি।

বজ্র। কট ড়টক, কট মাস ড়েখেছিস ?

নিদ। শুনবি ? ভোগদত্তেয় অক্ত গোতাক দালা, দয়দেতোয় চয়বি দুইগোতা হাঁয়া, আয় ওদেয় নাম দানিনে, তাদেয় অক্ত, চয়বি, মাতায় ঘি হাঁয়া, হাঁয়া। আয় মাসে মাত্তা ভয়ে ফেলিথি।

বজ্র। বেশ, বেশ। নিডেড্ডা মোড় পক্কা গিড়্নিটী, ডোষ এই, পেট ভড়ে, খেটে ডেম্ব না।

নিদ। থাকলে দিই, না থাকলে দিব কোত্তি থিকে ?

বজ্র। বড় মজা হয়েছে। ভীম ড়ুঃসনের বুক ফেড়ে ড়কূট খাবে। মুই সেখানে ঠাকব।

নিদ। দুঃশনের বুক তিয়ে অক্ত খাবে, বেত, বেত, বেত। দেথ বদোন্নো মোকে তায় মুয়োতা এনে দিস। মু তায় মুখে নাথি মায়ব আয় বলব "কেমন দপদীয় তুল ধয়ে তান, কাপয় কেয়ে নেও"। [ভূতলে পদাঘাত] গোতা নাথি, দুয়েতা নাথি, তিনেতা নাথি।

নেপথ্যে রণ-বাদ্য ও কোলাহল।

নিদ। কিয়ে বদোন্নো ?

বজ্র। নিড়্ডেডা, ওড়ে বামুণটা মলড়ে মল। ডেখ, ডেখ, ঢেটটাহ্মড় চুল চরে টেনে টায় কেটে ফেল্লেড়ে, কেটে ফেললে। ওই ডণ ডুম কড়ে পড়ল।

নিদ। তল, বদো, মোয়া দোণোয় অক্ত থাইগে।

বজ্র। ও হাবী ড়াক্ষসী, ওড়ে বামুণেড় ড়টক খেয়ে কি পুড়ে মড়বি ? ও যঢডুর যায় তঢডুর পুড়ে যায়।

নেপথ্যে রণ-বাদ্য ও কোলাহল।

নিদ। পালায়ে পালা, বদন্নো, হাতাথমা ধেয়ে এল।

বজ্র। ইটা ইডিকেই আসছে, ওড়ে পাড়া পাড়া।

[বিকট চীৎকার করিয়া উভয়ের নিষ্ক্রমণ।]

অশ্বত্থামার প্রবেশ।

অশ্ব। মহাপ্রলয় বায়ু-সঞ্চালিত ভীষণ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে আজ বারম্বার কার হুহুঙ্কার শোনা যাচ্ছে ? অর্জ্জুন, কি ভীমের অহঙ্কারে কুপিত হয়ে [নেপথ্যের দিকে দেখিয়া] পিতা বুঝি শিষ্যবাৎসল্য পরিহার করে আপন অতুল পরাক্রমের পরিচয় দিচ্ছেন। ব্রাহ্মণের অনিবার্য্য তেজ, বীরশ্রেষ্ঠ পরশুরাম-শিষ্যের অদ্ভুত অস্ত্র-নৈপুণ্য আজ বুঝি উদ্ধত পাণ্ডব-দিগকে প্রদর্শন করছেন। পিতার বীরদর্পে পৃথিবী টলমল করছে, এমন সময় তাঁর সন্তান কেমন করে দূর হতে যুদ্ধের কোলাহল শ্রবণ করবে ? বীর যুদ্ধ দেখে না, যুদ্ধ করে। আমি সমরে প্রবেশ করি। [নেপথ্যের

দিকে দৃষ্টি] কি! কৌরবরা রণে ভঙ্গ দিয়েছে—রণে ভঙ্গ দিয়ে প্রস্থান করছে! দেখে আপাদমস্তক দগ্ধ হল। কৌরব সেনাগণ, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ভুলে গিয়ে, যশেচ্ছা পরিত্যাগ করে, লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে, ভয়ে বিহ্বল হয়ে, মহাবেগে যুদ্ধক্ষেত্র হতে প্রস্থান করছে! এই যে কর্ণ, এই যে কৃতবর্ম্মা, এই যে বিকর্ণ, এই দুঃশাসন, ঊর্দ্ধশ্বাসে এ দিকে দৌড়ে আসছে। সামান্য বাতাসে তৃণখণ্ডের ন্যায় সুবিশাল বটবৃক্ষও কি উড্ডীয়মান হয়? অজেয় দ্রোণাচার্য্য যাহাদের সেনাপতি তাদের এত দুর্গতি কেন? ওহে কৌরব-মহাবীরগণ, তোমরা কিসের ভয়ে কাপুরুষের ন্যায় সমর পরিত্যাগ করছ? সমর ত্যাগ করে যদি মৃত্যুহস্ত হতে এককালীন পরিত্রাণ পাও, প্রস্থান কর; নচেৎ রোগে কাতর হয়ে মরণের জন্য কি পলায়ন করছ? যখন মরতে হবে, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে যশভূষণে ভূষিত হয়ে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়াই উচিত। আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ না? তোমরা কি কুরুবীর নও, তোমরা কি পুরুষ নও, তোমরা কি মনুষ্য নও? তোমরা কি স্ত্রীলোক, তোমারা কি মেষের দল, তোমরা কি জড় পদার্থ? তোমরা কি জড় পদার্থ অপেক্ষাও অধম? পর্ব্বতকে চূর্ণ না করলে সে স্থানান্তরিত হয় না, বৃক্ষকে ছেদন না করলে সে স্বস্থান পরিত্যাগ করে না। কর্ণ, ভয় নাই; বিকর্ণ, দাঁড়াও; শল্য, পালিও না। দাঁড়াও যুদ্ধে ফিরে যাও, যুদ্ধে প্রাণ দেও গিয়ে। পিতা তোমাদের সহায়, তাঁর নাম এমন করে হাসিয়ে প্রস্থান করও না।

[নেপথ্যে] আজ তোমার পিতা কোথায়?

অশ্ব। কি! বললে আমার পিতা কোথায়? এমন কথা বলতে তোমাদের জিহ্বা শতখণ্ড হয়ে পড়ল না? এখনও দ্বাদশ সূর্য্য ত্রিভুবন ভস্মীভূত করেন নাই, এখনও উনপঞ্চাশ পবন চতুর্দ্দিগে বইতে আরম্ভ করে নাই, এখনও প্রলয়ের মেঘ গর্জ্জন করতে আরম্ভ করে নাই। তবে নরাধমেরা, কি জন্য পিতার অমঙ্গলের কথা বলছিস?

ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সূতের প্রবেশ।

সূত। কুমার, কুমার, সর্ব্বনাশ হয়েছে।

অশ্ব। যে দ্রোণাচার্য্য ত্রিভুবন রক্ষা করতে পারেন, তাঁর সারথির মুখে আজ এরূপ বাক্য কেন?

সূত। (করুণ স্বরে) কুমার, তিনি কি আর আছেন?

অশ্ব। পিতা নাই?

সূত। হা, আর বলব কি?

অশ্ব। বাবা—ওহ। (কপালে উভয় হস্ত সংস্থাপন করিয়া ও অবনতমস্তক হইয়া রোদন) বাবা, তুমি আমায় বড় ভাল বাসতে। এখন পরিত্যাগ করে কোথায় গেলে?

সূত। কুমার, শোকে অধীর হইও না। আচার্য্য বীর-পুরুষের ন্যায় স্বর্গধামে গমন করেছেন। তুমি তাঁর পুত্রের ন্যায় শোকসাগর হতে উত্তীর্ণ হও।

অশ্ব। [সক্রোধে ও সদুঃখে] হা! তুমি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে! আর্য্য, পিতা কি ভীমসেনের নিকট এই গুরু-দক্ষিণা পেলেন?

সূত। না।

অশ্ব। অর্জ্জুন কি ধর্ম্মের মস্তকে পদার্পণ করে শিষ্যবৎসল গুরুর প্রাণ সংহার করেছে ?

সূত। না, কুমার।

অশ্ব। তবে কি চক্রপাণি এই কার্য্য করেছেন ?

সূত। না।

অশ্ব। এ তিন জন ব্যতীত কার সাধ্য তেজোময় দ্রোণাচার্য্যের ছায়া স্পর্শ করে ?

সূত। যখন সশস্ত্র হয়ে ক্রোধভরে প্রলয়কারী মহাদেবের মহারুদ্র ভাব ধারণ করেন, তখন এ তিন জনেও একত্রে তাঁহার সমকক্ষ হতে পারে না। কিন্তু যখন শোকাচ্ছন্ন হয়ে অস্ত্র পরিত্যাগ করলেন তখনই শত্রুর মনস্কামনা সিদ্ধ হল।

অশ্ব। [সাবেগে] কার শোকে তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করলেন ?

সূত। আপনার শোকে ?

অশ্ব। কি !

সূত। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির আচার্য্যের নিকট এসে বললেন "অশ্বত্থামা হত" পরে মৃদুস্বরে বললেন "ইতি গজ"। এই শুনে দ্রোণ কোকাশ্রুর সঙ্গে অস্ত্র পরিত্যাগ করলেন।

অশ্ব। [রোদন করিতে করিতে] হা সন্তানবৎসল পিতা, আমায় অত্যন্ত ভাল বাসতে বলে তোমার

প্রাণ গেল! হা শিষ্যবৎসল গুরু, যুধিষ্ঠিরকে বড় স্নেহ করতে বলে বিনষ্ট হলে! তুমি আমারই জন্য প্রাণত্যাগ করলে, আমি এখনও প্রাণ ধারণ করে আছি। আমার পাষাণময় হৃদয়, তাই এখনও তোমার স্নেহের গুরুভারে বিদীর্ণ হল না।

স্থত। কুমার, স্থির হও, স্থির হও।

কৃপাচার্য্যের প্রবেশ।

কৃপ। [অশ্বত্থামাকে রোদন করিতে দেখিয়া] বৎস, শোক সম্বরণ কর।

অশ্ব। [যেন না শুনিয়া] যুধিষ্ঠির, শুনেছি তুমি আজন্ম কথনও মিথ্যা বল নি, তুমি হিংসাবিদ্বেষশূন্য। এই জন্য তোমার শত্রুরাও তোমার প্রশংসা করে। আমারই ভাগ্য দোষে কি তোমার গুরু, আমার পিতা, সকলের পূজনীয় ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠের প্রাণনাশের জন্য আপন স্বভাব পরিত্যাগ করলে?

স্থত। কুমার, তোমার মাতুল এসেছেন।

অশ্ব। (পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া) মাতুল, যাঁকে সঙ্গে করে আজ যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তাঁকে কোথায় রেখে এলেন?

কৃপ। পূজনীয় দ্রোণাচার্য্য সেই স্থানে গেছেন যেখানে চিরশান্তি বিরাজমান।

অশ্ব। মাতুল, তিনি যেখানে আমিও সেখানে যাব।

কৃপ। বৎস, তোমার পক্ষে এটী অনুচিত কথা।

অশ্ব। আর্য্য, পিতা আমারই জন্য পরলোক গমন করলেন—আমি কেমন করে জীবন ধারণ করে থাকি?

কৃপ। জীবিত থেকে পুত্রের কার্য্য দ্বারা পিতার পারত্রিক মঙ্গল সাধন কর।

অশ্ব। যথার্থ। কিন্তু পিতা বিহনে কেমন করে জীবন ধারণ করব? (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) আর এ অস্ত্রে কি প্রয়োজন? অস্ত্র, যিনি তোমাকে ধারণ করে তোমার গৌরব এত বৃদ্ধি করেছেন, তিনি যখন আমার শোকে কাতর হয়ে তোমায় পরিত্যাগ করেছেন, আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করলেম। [অস্ত্র ভূতলে সংস্থাপন]

[নেপথ্যে] রাজগণ, দুরাচার ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বপূজনীয় দ্রোণাচার্য্যের অপমান করলে, তোমারা কাপুরুষের ন্যায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে!

অশ্ব। পিতার অপমান করলে! (অস্ত্রগ্রহণ)

[নেপথ্যে] ত্রিভুবন-গুরু পুত্রশোকে অস্ত্র পরিত্যাগ করলেন, নয়নজলে বক্ষ ভেসে গেল, চক্ষু নিমীলিত হল, এককালীন শোকসাগরে নিমগ্ন হলেন, এমন অবস্থায় নরাধম ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমাদের সাক্ষাতে তাঁহার মস্তকের শুভ্র কেশ আকর্ষণ করলে! তোমরা কি রাজা নও, না তোমাদের হস্তে অস্ত্র ছিল না?

অশ্ব। কি? দুরাত্মা পাপ-হস্তে পিতার মস্তক স্পর্শ করেছিল? বাবা, আমি কি হতভাগ্য! আমারই নিমিত্ত অস্ত্রত্যাগ করে কীটস্যকীটের অপমান সহ্য করলে? পুত্র-

শোকে মৃতদেহের ন্যায় অসাড় হয়েছিলে তাই কাক, কি কুক্কুর, কি ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার কেশাকর্ষণ করলে, তাতে অপমান বোধ হয় নাই। ওরে পাপ-হৃদয় পাণ্ডবাধম, পিতাকে নিরস্ত্র দেখে তাঁর মস্তকস্পর্শ করলি? তখন তোর মনে হল না তোর কালস্বরূপ অশ্বত্থামা জীবিত আছে? হা যুধিষ্ঠির, হা সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, তোমার মনে এই ছিল? পিতা তোমাদের কি অপকার করেছেন? প্রবঞ্চনা দ্বারা শান্তগুণাধার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণ নষ্ট করা কি তোমার ধর্ম্ম? সত্যবাদী নাম ধরেছিলে কি গুরুহত্যা ব্রহ্মহত্যা করবার জন্য? অর্জ্জুন, সাত্যকি, বৃকোদর, মাধব, তোমরা সকলেই এই মহাপাতকে লিপ্ত। তোমরা মনুষ্য নও, পশুদিগের মধ্যে গণ্য। আমি প্রতিজ্ঞা করলেম, তোমাদের রক্তে আজ পিতৃ-তর্পণ করব।

কৃপ। তুমি অদ্বিতীয় বীরপুরুষের সন্তান। তোমার পক্ষে অসম্ভব কি?

অশ্ব। ওরে ক্ষত্রিয়কলঙ্ক পাণ্ডবগণ, দ্রোণগুরু পরশুরাম পিতৃ-অপমানে যা করেছিলেন দ্রোণপুত্র কি তাহা করতে অক্ষম? সারথি, যাও এই মুহূর্ত্তেই রথ সজ্জিত কর।

কৃপ। বৎস, আমাদিগের ইচ্ছা তুমি সেনাপতি হয়ে শত্রুকুল বিনাশ কর।

অশ্ব। আর আমার সেনাপতিত্বরূপ অধীনতায় প্রয়োজন নাই।

কৃপ। বৎস, ভীষ্ম দ্রোণ উভয়েই পরলোক গমন করে-

ছেন, এখন তুমি ভিন্ন কে আর কুরুসৈন্য রক্ষা করতে সক্ষম? তোমাকে সেনাপতিত্বে বরণ করবের জন্য কুরুরাজ অপেক্ষা করছেন।

অশ্ব। মাতুল, পিতৃ-অপমানে আমার শরীর দগ্ধ হচ্ছে, তার প্রতীকারের জন্য আমার মন অধীর হয়েছে। চলুন, আমি আপনি সেনাপতি-পদ প্রার্থনা করে কুরুপতির দ্রোণ-বধের শোক নিবারণ করবার উপায় করে দি।

কৃপা। উচিত বলেছ। শীঘ্র চল।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্রের অন্য দিক, বটবৃক্ষতল।

দুর্য্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ।

দুর্য্যো। অঙ্গরাজ, শত্রুদ্বারা আত্মীয়গণ হত হলে বীরের উচিত নিজ বাহুবলে শত্রুবিনাশ করে শোক হতে উত্তীর্ণ হওয়া। তাইতে আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে যে দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র গ্রহণের উপযুক্ত সময় অস্ত্র পরিত্যাগ করলেন। অথবা পণ্ডিতেরা যাহা বলেন তাহাই সত্য, যে স্বভাব কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না। শোকভরে দ্রোণাচার্য্যের ক্ষত্রিয়োচিত বলবীর্য্য এককালীন তিরোহিত হয়ে, ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক ভীরুতা প্রবল হল।

কর্ণ। মহারাজ, তা নয়।

দুর্য্যো। তবে কি ?

কর্ণ। দ্রোণের ইচ্ছা ছিল যে অশ্বত্থামাকে সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি করবেন। যখন দেখলেন সে আশা পূর্ণ হল না, তখনই অস্ত্র পরিত্যাগ করলেন।

দুর্য্যো। তা হতে পারে বটে।

কর্ণ। এই জন্যই তিনি আমাদিগের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগের বধের সময় এত ঔদাসীন্য দেখাতেন।

দুর্য্যো। ঠিক কথা।

কর্ণ। আরও দেখুন দ্রুপদ রাজা এঁর মনোগত অভিপ্রায় বুঝতে পেরে নিজ রাজ্য হতে এঁকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছেন।

দুর্য্যো। বটে! দ্রোণাচার্য্যকে এত দিনে চিনতে পারলেন।

কর্ণ। শুদ্ধ আমার যে এইরূপ বিশ্বাস তা নয়, যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সেই এই কথা বলবে।

দুর্য্যো। তবে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাচরণ মন্দ হয় হয় নাই। স্বপক্ষের বীরশ্রেষ্ঠকে হারিয়ে লাভই হয়েছে।

কৃপ ও অশ্বত্থামার প্রবেশ।

কৃপ। (দূর হইতে) দ্রোণাচার্য্যের শোকে আজ জগৎ অভিভূত হয়েছে, মহারাজ বুঝি সেই জন্য কর্ণের নিকট আক্ষেপ করছেন। (নিকট আসিয়া) কৌরবেশ্বরের জয় হক।

দুর্য্যো। আ-সু-ন গুরু, প্রণাম করি। এস অশ্বত্থামা! আহা, পিতৃশোকে তুমি অত্যন্ত কাতর হয়েছ, হবারই কথা।

অশ্ব। আ! [রোদন]

দুর্য্যো। (স্বগত) সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হও। (প্রকাশে) শোকে অধীর হওয়া দ্রোণপুত্রের উচিত নয়। তুমি পিতা হারিয়েছ, আমি গুরু হারিয়েছি। আমাদের উভয়েরই সমান দুঃখ। আ! হায়, হায়, এমন মানুষও মারা যায়?

অশ্ব। রাজন্, আমি জীবিত থাকতে কাপুরুষেরা অপমানের সহিত পিতার প্রাণসংহার করেছে, কে আর বলুন এখন পুত্রকামনা করবে? ইহার প্রতীকার না করতে পারলে এ জীবন বৃথা।

কর্ণ। অশ্বত্থামা, তোমার শোকের সময় এ কথা বলা ভাল দেখায় না। তুমি তার কি প্রতিকার করবে?

অশ্ব। কি বললেন, অঙ্গরাজ? শুনুন অশ্বত্থামা কি করবে। যাহারা পাণ্ডবদিগের সসম্পর্কীয়, বৃদ্ধ, যুবা, শিশু, গর্ভস্থ যে কেহ আছে; যে কেহ উদাসীন ভাবে দ্রোণাচার্য্যের অপমান দর্শন করেছে; যে কেহ আমার প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করবে; প্রত্যেককে আমি বিনাশ করবই করব। যেখানে পরশুরাম শত্রুর রক্তে হ্রদ পরিপূর্ণ করেছিলেন, এ সেই স্থান। এও সেই রূপ ক্ষত্রিয় দ্বারা বৃদ্ধ পিতার কেশাকর্ষণ রূপ অপমান। দ্রোণগুরু পরশুরাম ক্রোধভরে যে কার্য্য সাধন করেছিলেন, দ্রোণপুত্র পিতার তৃপ্তির নিমিত্ত কি তা করতে অক্ষম?

কৃপ। দ্রোণপুত্র বদ্ধপরিকর হয়ে সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করলে ত্রিলোক পরাজয় করতে পারেন। ইহাঁর যখন শত্রু

বিনাশের ইচ্ছা হয়েছে, তখন মহারাজ, ইহাঁকে সেনাপতি করুন।

দুর্য্যো। আমি অঙ্গরাজকে সেনাপতিপদে অভিষেক করতে অঙ্গীকার করেছি।

কৃপ। অঙ্গরাজের জন্য শোকাতুর অশ্বত্থামার প্রতি উপেক্ষা করবেন না। তা হলে ইঁনি মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাবেন।

অশ্ব। মহারাজ, ইতস্ততঃ করছেন কেন? আমি পদমর্য্যাদার লালসায় সেনাপতিত্ব প্রার্থনা করছি না, শত্রুবিনাশে সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করব এই জন্য। অতএব আমাকে সেনাপতি করুন। অদ্য পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য, দ্রোণশত্রুশূন্য করব।

কর্ণ। দ্রোণপুত্র বলা সহজ, করা সহজ নয়।

অশ্ব। অশ্বত্থামা যা বলে তাই করে, আজ তা পরীক্ষায় জান্‌তে পারবেন।

কর্ণ। তুমি সেনাপতিপদ প্রর্থনা কর। তোমার তুল্য বীর কি কুরুসৈন্যমধ্যে নাই?

অশ্ব। অছেন। কিন্তু কে আমার মত শোক পেয়েছেন?

কর্ণ। শোক হয়েছে রোদন কর। অস্ত্রবলে শত্রু নির্ম্মূল করবে, এ প্রলাপ কেন?

অশ্ব। ওরে সারথিপুত্র, আমাকে রোদন করতে উপদেশ দিচ্ছিস! আমি অস্ত্র গ্রহণ করে শোক নিবারণ করব এ

আমার দম্ভ মাত্র? আমার কি তোর মত স্তুতিপাঠক সারথি-কুলে জন্ম যে পিতৃশত্রুদিগকে জীবিত থাকতে দিয়ে বিরলে হাহাকার করব?

কর্ণ। আমি সারথি হই, আর সরথিপুত্রই হই, ব্রাহ্মণ-পুত্র অশ্বত্থামার ন্যায় বৃথা আস্ফালন করি না, আর দাম্ভিক অশ্বত্থামার পিতার ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নের ভয়ে যুদ্ধস্থলে অস্ত্র পরিত্যাগ করি নাই।

অশ্ব। ওরে সারথিকুলাধম কর্ণ! তুই পাপমুখে পিতার নিন্দা কর্‌ছিস? ওরে কাপুরুষ! পিতা ভীরু হন আর তোর মত কাপুরুষের ভয়ে অস্ত্র ত্যাগ করুন, তাঁর পরাক্রমের পরিচয় তোর দিতে হবে না, জগৎ শুদ্ধ লোকে তাহা ভালরূপ জানে। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যহ যা কর্‌তেন স্বয়ং পৃথিবীই তাহার সাক্ষী। তিনি কি জন্য অস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন সে কথা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর্‌গে, তুই কি জানবি?

কর্ণ। (হাসিয়া) ওহে অশ্বত্থামা! যদি তোমার পিতা কাপুরুষের ন্যায় অস্ত্র ত্যাগ না করবেন, তবে কেন শত শত বীরকুলভূষণ রাজগণ তাঁর অপমানকারীকে নিবারণ করলে না?

অশ্ব। ওরে দুরাচার সারথিকুলকলঙ্ক, তোর বড় অহঙ্কার হয়েছে। এই তোর অহঙ্কার চূর্ণ করি। (কর্ণের পৃষ্ঠদেশে বাম পদঘাত।)

কৃপ ও দুর্য্যো। কর কি অশ্বত্থামা? ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।

কর্ণ। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) ওরে অহঙ্কারী দুরা-

চার অব্রাহ্মণ, তুই জাতিতে অবধ্য, নইলে এখনই তোর শিরশ্ছেদন করতেম।

অশ্ব। আমি জাতিতে অবধ্য বলে আমাকে ক্ষমা করলি। এই নে জাত পরিত্যাগ করলেম। তোর সাধ্য যা হয় কর্। (উপবীত পরিত্যাগ) অস্ত্র উত্তোলন কর কিম্বা অস্ত্র পরিত্যাগ করে আমার পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা কর। (উভয়ের যুদ্ধারম্ভ।)

দুর্য্যো। আচার্য্যপুত্র, ক্ষান্ত হও, অঙ্গরাজ, অস্ত্র কোষিত কর। (কর্ণের হস্ত ধারণ।)

কৃপ। বৎস! এ আত্মবিচ্ছেদের সময় নয়। (অশ্বত্থামার হস্ত ধারণ।)

অশ্ব। মহারাজ! পিতার নিন্দাকারী, কাপুরুষ ধৃষ্টদ্যুম্নের পক্ষপাতী সূতাধমকে নিবারণ কররেন না।

কর্ণ। আচার্য্য, পাষণ্ড অব্রাহ্মণকে নিবারণ করবেন না। আমি ওকে এক্ষণেই দ্রোণের নিকট পাঠাচ্ছি।

অশ্ব। মহারাজ, সকলের পূজনীয় দ্রোণাচার্য্যের নিন্দাকারীকে রক্ষা করলে আপনার ইহকাল নাই, পরকাল নাই। আপনি চন্দ্রবংশতিলক, আপনি কেন ঘৃণেয় সারথিকুলোদ্ভব কাপুষের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা পাচ্ছেন?

কর্ণ। ছাড়ুন, আচার্য্য, ছাড়ুন, দুরাচারকে জীবিত রাখব না, রাখব না, রাখব না।

কৃপ। বৎস, এক করতে আর হল। এ বিবাদে শত্রুদিগেরই আনন্দ। ক্ষান্ত হও, পূজনীয় দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকলে ইহার কখনই অনুমোদন করতেন না।

অশ্ব। মাতুল, ক্ষান্ত হলেম। যত দিন এই পাপাত্মা শক্র হস্তে প্রাণত্যাগ না করবে তত দিন আর আমি অস্ত্র গ্রহণ করব না। (অস্ত্রত্যাগ) মহারাজ, যখন ভীমার্জ্জুন ক্রোধ-ভরে যুদ্ধে প্রবেশ করবে তখনই আপনার প্রিয়সখার পরা-ক্রমের পরিচয় পাবেন।

কর্ণ। [হাসিয়া] অস্ত্র পরিত্যাগ করা তো তোমাদের কৌলিক ধর্ম্ম।

অশ্ব। তোরা অস্ত্র ত্যাগ করিস নাই বটে কিন্তু তোদের অস্ত্র ধরা আর না ধরা উভয়ই সমান।

কর্ণ। আমি যখন অস্ত্র ধারণ করেছি, কারও আর অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন নাই। আমার অস্ত্রে যা না সুসিদ্ধ হবে কেহই তাহা সম্পন্ন করিতে পারবে না।

[নেপথ্যে] দুরাত্মা নীচাশয় পশুহৃদয় দুঃশাসন! আমার হাতে পড়েছিস, আর কোথায় যাবি? ওহে পাণ্ডববিদ্বেষী নরপতিগণ, শোন, শোন। যে নরপশু, যে পশুর অধম নর সভামধ্যে, রাজাগণ ও গুরুলোকদিগের সমক্ষে পাণ্ডব-বধূর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্র অপহরণ করেছিল সেই কৌরব-শৃগাল ক্ষুদ্র পশু আমার হস্তে পড়েছে, আমি তার বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্ত পান করি। তোমাদের সাধ্য হয় দুরা-চারকে রক্ষা কর। দুরাচার, পশো, এখন কেমন? এখন স্মরণ হচ্ছে দ্রৌপদীর কেমন করে অপমান করেছিলে? হা—হা—হা। [অতি উচ্চৈস্বরে] এখনই তোর রক্ত পান করব।

অশ্ব। সেনাপতি অঙ্গরাজ, যাও যাও তোমার বীরত্ব দেখাবার সময় উপস্থিত। যুবরাজকে পরিত্রাণ কর।

কর্ণ। ভীমের কি সাধ্য যে আমি জীবিত থাকতে যুবরাজের ছায়া স্পর্শ করে? যুবরাজ, ভয় নাই, ভয় নাই, আমি আসছি।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে] শীঘ্র এস, শীঘ্র এস, ক্ষমতা থাকে দুরাচারকে রক্ষা কর।

অশ্ব। কুরুরাজ, ভীষ্ম দ্রোণের অবর্ত্তমানে ভীমার্জ্জুন কৌরবসৈন্য মন্থন করছে, কর্ণের সাধ্য কি যে তাহাদিগকে রক্ষা করে? ঐ ভীম যুবরাজের বক্ষ ভেদ করতে হস্ত তুললে, যান, যান, রক্ষা করুন গিয়ে।

দুর্য্যো। ভাই দুঃশাসন, ভয় নাই, ভয় নাই, আমি আসছি।

[নিষ্ক্রমণ।

[নেপথ্যে গোলমাল।]

অশ্ব। আর দেখতে পারিনে, দেখতে পারিনে। অর্জ্জুন শরবর্ষণে দুর্য্যোধন কর্ণকে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না। ভীম যুবরাজের বক্ষ ভেদ করলে। আর থাকতে পারিনে, যাই। অস্ত্র, অস্ত্র? পুনর্ব্বার অস্ত্র গ্রহণ করি, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, সত্য ভঙ্গ করি। আমার মিথ্যাই ভাল, স্বর্গ চাই না, নরকই আমার ভাল। ভয় নাই, যুবরাজ, আমি আসছি। কর্ণ অগ্রসর হও,

মহারাজ, অগ্রসর হউন। কি করিস দুরাচার ভীম? তোর যম আসছে।

ঊর্দ্ধে শুভ্রবেশে দ্রোণাত্মার প্রবেশ।

দ্রোণা। (দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া) বৎস, সত্য উল্লঙ্ঘন করও না, সত্য উল্লঙ্ঘন করও না।

[অশ্বত্থামার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি ও মূর্চ্ছিত হইয়া পতন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধক্ষেত্র।

রক্তাক্ত কলেবর ভীমের প্রবেশ।

ভীম। (স্বগত) পাপ-জীবন দুঃশাসন আজ প্রাণ ত্যাগ করেছে, প্রতিজ্ঞানুসারে দ্রোপদীর মনোবেদনা দূর করবার জন্য দুরাত্মার বক্ষ বিদীর্ণ করেছি, নখদ্বারা দুরাচারের বক্ষ ভেদ করে মন সাধে রক্ত পান করেছি। নরকানলের ন্যায় পাপাত্মার বক্ষ হতে শোণিত নির্গত হল। কি ভয়ানক চীৎকারের সহিত প্রাণ ত্যাগ করলে! অদূরদর্শী ক্ষুদ্রবুদ্ধি পশো, পাণ্ডববধূর কেশাকর্ষণের কি ফল ভালরূপ জানতে পেরেছিস? তোর ও তোর জেষ্ঠ মহাপাতকীর মহাপাপে কুরুবংশ নিপাত হবে। ভীষ্ম জয়দ্রথ দ্রোণ দুঃশাসন যমালয়ে গমন করেছে, কুরু সৈন্যের অর্দ্ধেক ক্ষয় হয়েছে আর কুরুকুল বিনাশের অধিক বিলম্ব নাই। জয়, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের জয়! (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) ওহে পাণ্ডবমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যোদ্ধাগণ, তোমরা আমাকে দেখে কেন পলায়ন করছ? আমি তোমাদিগের শত্রু নই, আমি তোমাদিগের পরমাত্মীয়।

এখনও পলাচ্ছ? আমি ভীম, দুঃশাসনের রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখেছি বলে আমাকে চিনতে পারছ না। আজ আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছি, দুঃশাসনের রক্ত পান করে উন্মত্ত হয়েছি। জয়, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের জয়!

বজ্রনখ রাক্ষসের প্রবেশ।

বজ্র। (সভয়ে) পিভু, ডুঃশনের মুণ্ডুটো কোঠায় ফেড়েছ?

ভীম। শত যোজন দূরে।

বজ্র। এট দূড়ে, আড় পাবাড় যোটী নাই। নিডেড্ডা মুণ্ডুটো চেয়েছিড়।

ভীম। কেন?

বজ্র। সে বড়েছিড়—ডুঃশনের মুয়ে মেয়ে নাঠি মাড়বে আড় বড়বে 'কেমন ডপডীর অপমান কড়, কাপড় কেড়ে নেও।'

ভীম। নিদয়া বেশ বলেছে। দুরাচারের প্রতি রাক্ষস রাক্ষসীরও রাগ জন্মে। দুরাত্মার উচিত দণ্ড হয়েছে। আর দুরাত্মাকে শতবার বধ করা যেত। জয়, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের জয়!

বজ্র। পিভু, টাড় ধড়টা কোঠায় ফেড়েছ?

ভীম। ঐ রয়েছে।

বজ্র। মোড়া খাইগে?

ভীম। যা। আজি অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে! জয়, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের জয়!

[প্রস্থান।

বজ্র। ওড়ে অশ্বভু, ও উটিপির, ও নিডেডডা, ও হৃষ্টিডণ্ট, আয়ড়ে আয়। আয় আয় ডুঃশনের মাস, ড়টক চড়বি পেট ভড়ে খাইগে।

[নেপথ্যে] যাইয়ে যাই।

[বজ্রনখের প্রস্থান।

চারিজন সৈনিকের অতি দ্রুত বেগে প্রবেশ।

প্র, সৈ। আজ আর নিস্তার নাই, অর্জ্জুন ধরেছে আর মারছে।

[প্রস্থান।

দ্বি, সৈ। এদিকে এল, এল। আজ অর্জ্জুনের রাগ দেখেলে প্রাণ উড়ে যায়।

[প্রস্থান।

তৃ, সৈ। আজ ভীম মারবে অর্দ্ধেক, অর্জ্জুন মারবে অর্দ্ধেক।

[প্রস্থান।

চ, সৈ। এল, এল, মারলে, মারলে, পালাও, পালাও, পালাও।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। ওহে কৌরব সৈন্যগণ, তোমাদের পলায়ন করবার প্রেয়োজন নাই। আমি তোমাদিগকে অভয় দিলাম। তোমাদের সেনাপতি কর্ণ কোথায়?

অন্য দিক দিয়া বৃষসেনের প্রবেশ।

বৃষ। পিতাকে কে অনুসন্ধান করে? এই খানে তাঁর পুত্র উপস্থিত। পাণ্ডবাধম অর্জ্জুন? পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবিত থাকেলে তার পর পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করও! আজ দেখব, অর্জ্জুন, তোমার বীরত্ব কত?

অর্জ্জু। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বালক, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবের ইচ্ছাই তোর পক্ষে যথেষ্ট, চলে যা।

বৃষ। অর্জ্জুন, তুমি কি ক্ষত্রিয়?

অর্জ্জুন। ওরে দুগ্ধপোষ্য বালক, চলে যা।

বৃষ। যুদ্ধ প্রার্থনা করলে যে অস্বীকার করে সে কাপুরুষ কখনই ক্ষত্রিয় নয়।

অর্জ্জু। তোর আর ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হবে না। বালক গৃহে ফিরে যা, তুই যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে কেন মারা যাবি?

বৃষ। কাপুরুষ অর্জ্জুন, ভয় পেয়েছ? বালকের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হলে দুর্নামগ্রস্ত হবে সেই ভয়ে যুদ্ধ করতে চাচ্ছ না কিন্তু তোমার সে ভয়ের প্রয়োজন নাই—পরাজয়ের কথা তোমার শুনতে হবে না। সামাল। [অর্জ্জুনের প্রতি অস্ত্রাঘাত]

অর্জ্জুন। চঞ্চলমতি বালক বড়ই বিরক্ত করলে। (আত্ম-রক্ষা করিয়া) বৃষসেন, যুদ্ধ করা করা হল এখন চলে যা। এখনও বলছি, কেন প্রাণ হারাবি? তোকে মারতে দুঃখ হয়, চলে যা।

বৃষ। আমি তোমার শিরশ্ছেদন না করে এ স্থান হতে যাব না।

অর্জ্জু। বটে? একান্তই মরবি! [উভয়ে যুদ্ধ] ধন্য বৃষসেন! বেশ অস্ত্র শিক্ষা করেছ। তোমার বীরত্বের পরিচয় পেলেম এখন চলে যাও।

বৃষ। প্রশংসা দ্বারা আমাকে ভুলিয়ে বেঁচে যেতে পারবে না। [যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের পরাঙ্‌মুখ হওয়া।]

বৃষ। ধিক অর্জ্জুন, ধিক অর্জ্জুন!

[নেপথ্যে] ধিক অর্জ্জুন, ধিক অর্জ্জুন! ধন্য বৃষসেন, ধন্য বৃষসেন!

অর্জ্জু। কৌরবদিগের অত্যন্ত আনন্দ হয়েছে বটে? আর কারও সাধ্য নাই যে বৃষসেনকে রক্ষা করে।

বৃষ। বৃষসেনের সাধ্য আছে। [তুমুল যুদ্ধ, পরে সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া বৃষসেনের ভূতলে পতন।]

অর্জ্জু। বৃষসেন, অত্যন্ত আঘাত পেয়েছ কি?

বৃষ। অর্জ্জুন, আমাকে মেরে ফেলেছ।

অর্জ্জু। নিষেধ করলেম, শুনলে না, এখন প্রাণে মারা গেলে।

বৃষ। তাতে ক্ষতি নাই। আমি পিতার অনুপযুক্ত পুত্রের ন্যায় আচরণ করি নাই, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

অর্জ্জু। তুমি আশ্চর্য্য বীরত্ব দেখিয়েছ, ধন্য বৃষসেন!

বৃষ। অর্জ্জুন, আমি যাই, আমার জননীর নিকট সংবাদ

পাঠিয়ে দিও আমি তোমার সঙ্গে সম্মুখ সমরে প্রাণ ত্যাগ করলেম। [মৃত্যু]

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। (বৃষসেনের দেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হা বৎস বৃষসেন! তুমি আমাকে শূন্য সংসারে ফেলে গেলে। অর্জ্জুনের এই কাজ? দুরাত্মা পাণ্ডবাধমের এই কাজ? (গাত্রোত্থান) অর্জ্জুন, অর্জ্জুন, অর্জ্জুন, নিষ্ঠুর পাণ্ডবপশো, তুই কোথায় গেলি এখন? আয়, যেখানে পুত্র বৃষসেন গেছে তোকে সেইখানে পাঠাব। আয়, আয়, আয়, দুরাচার পাণ্ডবাধম, কাপুরুষের ন্যায় কোথায় প্রস্থান করলি? কর্ণ ডাকছে আয়। এলি নে? যেখানে আছিস সেইখানে গিয়ে তোর প্রাণ সংহার করব।

[প্রস্থান।

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ ও বৃষসেনের মৃতশরীর লইয়া প্রস্থান।

অর্জ্জুনের পুনঃপ্রবেশ।

অর্জ্জু। কার ইহলোকে থাকবার ইচ্ছা নাই যে আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করছে? কে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করছ? এখানে এস।

[নেপথ্যে] আমি, আমি। আমার মরতে ভয় নাই। তোমাকেও যমালয়ে পাঠাতে দয়া হবে না।

অর্জ্জু। শীঘ্র এস, আমার তরবারের অত্যন্ত শোণিত-তৃষ্ণা হয়েছে।

[নেপথ্যে] আমাকে যত শীঘ্র যেতে ইচ্ছা কর তার অগ্রে আমি যাচ্ছি।

কর্ণের প্রবেশ।

অর্জ্জু। নীচকুলোদ্ভব নীচাশয় কর্ণ! পুত্রশোকে অধীর হয়ে যুদ্ধ, বলি, মৃত্যু প্রার্থনা করছ? এখন বুঝতে পেরেছ পুত্রশোক কি?

কর্ণ। ও নিষ্ঠুর অর্জ্জুন, সে কি ক্ষত্রিয় যে বালকের প্রাণ নষ্ট করে?

অর্জ্জু। যখন সপ্তরথী একত্র হয়ে বালক অভিমন্যুকে বিনাশ করলে তখন এ জ্ঞান কোথায় ছিল?

কর্ণ। হাঁ, সখা দুর্য্যোধনের হিতের জন্য অভিমন্যুকে বধ করেছি। অর্জ্জুন, সেই ক্রোধে কেন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করলে না?

অর্জ্জু। ওহে বীরপুরুষ, তারপর অর্জ্জুন যে দিকে থাকত সে দিকে তুমি গমন করতে না যে—ধিক কাপুরুষ! তোর ঔরসে বীর বৃষসেনের জন্ম কেমন করে হল? বালক বটে, কিন্তু প্রকৃত বীরত্ব দেখিয়েছে।

কর্ণ। আমি কাপুরুষ কি না এই তার প্রমাণ। (অর্জ্জুনের প্রতি অস্ত্রাঘাত)

অর্জ্জু। (আত্মরক্ষা করিয়া) এই বই তো নয়। দেখি তোমার কত পৌরুষ। [উভয়ে যুদ্ধ।]

কর্ণ। এই এক আঘাতে পুত্রশোক নিবারণ করি।

অর্জ্জু। ইহার একটু ঝন্ ঝন্ মাত্র সার। তোর স্ত্রী পুত্রহীন হয়েছে, তাকে পতিহীনও করবি ?

কর্ণ। দুরাচার পাণ্ডবশৃগাল! তোকে মারবই মারব, আপনাকে বাঁচাতে পারিস বাঁচা। (অস্ত্রাঘাত)

অর্জ্জু। ইহা আমার শরীরের একটী লোমও নষ্ট করে নাই। [যুদ্ধ, পরে দক্ষিণ বাহুতে আঘাত পাইয়া কর্ণের ভূতলে পতন।]

কর্ণ। অর্জ্জুন, আমাকে মেরে ফেল। পরম শত্রুকে জীবিত রাখতে নাই।

অর্জ্জুন। আহত শত্রু দয়ার পাত্র।

কর্ণ। আহত শত্রুকে হত করাই দয়ার কার্য্য। অর্জ্জুন, আমাকে মেরে ফেল।

অর্জ্জু। তোমাকে কি কোন প্রকারে সাহায্য করতে পারি ?

কর্ণ। পার, মেরে ফেলে। তোমার অস্ত্র বৃষসেনের হৃদয় ভেদ করতে পারে, অভাগা কর্ণের হৃদয়ে কেন প্রবেশ না করে ? অর্জ্জুন, এতক্ষণ শত্রুর আচরণ করেছ এখন মিত্রের আচরণ কর, আমাকে হত করে ক্ষত্রিয়ের মহত্ব দেখাও।

অর্জ্জু। আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারিনে। কে আছে ওখানে ? আহত কর্ণের জন্য জল আন।

[প্রস্থান।

কর্ণ। হা বৃষসেন, বৃষসেন, তোমার শত্রু নিপাত করতে পারলেম না, পারলেম না, ও-হ! নিজেও মরতে পারলেম না, ও-হ! তোমার সঙ্গে যেতে পারলেম না। অর্জ্জুন, অর্জ্জুন, ফিরে এস, এক আঘাত মাত্র, তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই। এলে না, এলে না। শত্রুর নিকট মৃত্যু প্রার্থনা করলেও পাওয়া যায় না। বৃষসেন, কোথায় গেলে বাবা? ও-হ, কোথায় গেলে, কোথায় গেলে?

[কয়েক জন সৈনিকের প্রবেশ ও আহত কর্ণকে পাইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধ-ক্ষেত্র, বটবৃক্ষতল।

দুর্য্যোধন শায়িত, পার্শ্বে সারথী।

সার। একি বিষম বিপদ! মহারাজের এখনও চৈতন্য হল না! এই সুবিস্তৃত নিবিড়পত্র বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় অনেক ক্ষণ শুয়ে আছেন, নির্ম্মলসলিল প্রস্ফুটিত-পদ্মময় সরোবর হতে সুস্নিগ্ধ বায়ু গাত্রে লাগছে, তবুও মহারাজের চৈতন্য হল না। সুরম্য কৌরব-উদ্যানের সকল বৃক্ষ উৎপাটিত হয়েছে, ইনিমাত্র অবশিষ্ট আছেন। বিধাত, কুরুকুলের

প্রতি কি তোমার কণামাত্র দয়া হয় না? যুবরাজের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করে মদোন্মত্ত ভীম ভয়ঙ্কর গদা হস্তে এদিকে আসছে। মহারাজকে দেখলে তো সর্ব্বনাশ করবে। কি করি? (আস্তে) মহারাজ, মহারাজ, মহারাজ—কেবা শুনে? এদিকে এল যে—উপায়? কোলে করে নিয়ে গেলে এখনই দেখতে পাবে। সর্ব্বনাশ হল। কাকেই বা ডাকি? কৌরবেরা ঝড়ের অগ্রের তুলার ন্যায় উড়ে পালাচ্ছে। ডাকলে কি শুনবে? (দেখিয়া) যাক ঐ দিকে চলে গেল, বাঁচলেম। হায়, হায়! ভীমসেন আজি অক্ষত শরীরে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করলে।

দুর্য্যো। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) আমি জীবিত থাকতে কে কি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে? ভাই দুঃশাসন, ভয় নাই, ভয় নাই, আমি এসেছি। সারথি, দুঃশাসনের দিকে রথ চালাও।

সার। রথ অর্জ্জুনের বাণে ভগ্ন হয়েছে। [স্বগত] মনোরথও ভগ্ন হয়েছে।

দুর্য্যো। [গাত্রোত্থান করিয়া] রথে প্রয়োজন নাই, আমি অমনিই যাব।

সার। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন আমি নূতন রথ আনছি।

দুর্য্যো। ধিক সারথি! তুই আমাকে বিলম্ব করতে বলছিস? দুরাত্মা ভীম যুবরাজকে আক্রমণ করেছে, এখন অপেক্ষা করতে বলছিস? তুই কি আমার অন্নে প্রতিপালিত হস নাই? তুই কি পাণ্ডবদিগের হিতাকাঙ্ক্ষী?

সার। (পদতলে পতিত হইয়া) দুরাত্মা বৃকোদর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে চলে গেছে, তাই এরূপ বলছি।

দুর্য্যো। কি বললে সারথি! আমার মস্তকের অর্দ্ধেক চূর্ণ হল। ভাই দুঃশাসন, (উভয় হস্ত উত্তোলন করিয়া ভূতলে পতন) ভাই দুঃশাসন, বুক ফেটে গেল, ভাই কোথায়? (গাত্রোত্থান করিয়া) ওরে সারথি, করেছিস কি? দুঃশাসন বালক, আত্মরক্ষা করতে জানে না। তাকে কালের হাতে দিয়ে আমাকে বাঁচালি?

সার। মহারাজ অর্জ্জুনের বাণবর্ষণে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই আপনাকে এই সরোবরতীরে নিয়ে এসেছি।

দুর্য্যো। কেন আমাকে নিয়ে এলি? কেন সেই পাণ্ডব পশুর গদাঘাতে আমার চৈতন্য হতে দিলি নে? কেন আমাকে অথবা ভীমকে দুঃশাসনের শোণিত-শয্যায় শয়ন করতে দিলি নে? বিধি, কুরুকুল ছার খার করলে। আমার শীঘ্র মৃত্যু হউক—কিন্তু যেন ভীমের হস্তে মৃত্যু না হয়।

সার। মহারাজ, অমঙ্গল কামনা করেন কেন?

দুর্য্যো। সারথি, একে একে সকলেই চলে গেল, এখন আমার রাজ্যেই বা কি প্রয়োজন, জয়েই বা কি প্রয়োজন, জীবনেই বা কি প্রয়োজন?

দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ, আমি অতি দুর্ভাগ্য, এ যুদ্ধের সময় এক দিনও শুভ সংবাদ এনে দিতে পারলেম না।

দুর্য্যো। সুন্দরক, অশুভ সংবাদ শোনা আমার অভ্যাস হয়েছে, কি নূতন কুসংবাদ এনেছ, বলে ফেল। আমার

হৃদয়ে শত শোকধার প্রবাহিত হচ্ছে, না হয় আর একটী বাড়বে? অঙ্গরাজের মঙ্গল তো?

দূত। দেব, সেনাপতি কর্ণ জীবিত আছেন মাত্র।

দুর্য্যো। দূত, অর্জ্জুন কি তাঁর রথ চূর্ণ করে ফেলেছে না তাঁর সারথিকে নষ্ট করেছে?

দূত। মহারাজ, তারও অধিক।

দুর্য্যো। স্পষ্ট করে বল। আমাকে একেবারে মার, দগ্ধে মেরও না।

দূত। মহারাজ, বৃষসেন অর্জ্জুনের হাতে প্রাণত্যাগ করেছেন আর—

দুর্য্যো। অর্জ্জুন কি অঙ্গরাজেরও মস্তক ছেদন করেছে?

দূত। তা হলে পুত্রশোক ভোগ করে কে?

দুর্য্যো। যখন অর্জ্জুনের হাতে বৃষসেনের মৃত্যু হয়েছে তখন কর্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে জীবিত থাকতে পারে না।

দূত। কর্ণ জীবিত অবস্থায় মরে রয়েছেন।

দুর্য্যো। শোকে কর্ণকে কি ম্রিয়মান করে ফেলেছে? শোকে কর্ণের বাহুবল চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয় নাই, না কর্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে অনুসন্ধান করে পান নাই?

দূত। অঙ্গরাজ বীরের ন্যায় কার্য্য করেছেন কিন্তু অর্জ্জুনের অসি প্রহারে তাঁহার দক্ষিণ বাহু ছেদন হয়েছে।

দুর্য্যো। কৌরবেরা যে শাখা অবলম্বন করে তাহাই ভেঙ্গে পড়ে।

দূত। তিনি আর সংসারে নাই, অতল শোকসাগরে

ডুবে রয়েছেন। মহারাজ, দক্ষিণ বাহু ছেদন হলে, নিজ শরীরের রক্তে বাণের অগ্রভাগ ডুবিয়ে সেই রক্ত দ্বারা বাম হস্তে বটপত্রে এই পত্র লিখে দিয়েছেন, পাঠ করুন।

দুর্য্যো। (পত্র লইয়া পাঠ) " কুরুরাজের জয় হউক। অর্জ্জুন আজি পুত্র-শোক-বাণে আমার হৃদয় ভেদ করিয়াছে, অসি-প্রহারে আমার দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়াছে। মৃত ব্যক্তির সেনাপতি পদে কি প্রয়োজন? আপনকার সৈন্য আপনকারই রহিল, কর্ণ এখন যমের আরাধনায় নিযুক্ত হইল। সখে, এ পৃথিবীতে আর আপনাকে আমার মুখ দেখাইবার ইচ্ছা নাই।" ওহ, সত্যই কুরুকুল প্রলয় উপস্থিত। সকলে মল আমিও মরব, যুদ্ধে যাব, শত্রু মেরে মরব। সারথি, রথ আন, গদা আন।

[সারথীর প্রস্থান।

দুর্য্যো। দূত, আমি মাত্র যখন অবশিষ্ট আছি, তখন আর তোমার কুসংবাদ দুর্য্যোধনের নিকট আনতে হবে না।

সারথীর পুনঃপ্রবেশ।

সার। মহারাজ, আপনকার পিতা সঞ্জয়ের সঙ্গে আপনকার নিকট আসছেন।

দুর্য্যো। আমি আর পিতার কাছে মুখ দেখাব কেমন করে? আমি কখনই দেখা দিব না।

সার। আপনি ভিন্ন আর পিতার কে আছে?

দুর্য্যো। যখন পিতা জিজ্ঞাসা করবেন "বৎস দুঃশাসনকে

কোথায় রেখে এলে ?" আমি কি বলে উত্তর দিব ? ওহ ! (রোদন)

সার। আপনি সান্ত্বনা না দিলে পিতাকে কে সান্ত্বনা দেয় ?

দুর্য্যো। আচ্ছা, পিতার সঙ্গে দেখা করব। এই সংসারে শোকাতুরে শোকাতুরকে সান্ত্বনা দেয়।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধ-ক্ষেত্র।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত ধরিয়া সঞ্জয়ের প্রবেশ।

ধৃত। সঞ্জয়, আমার দুর্য্যোধনকে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করে শরীর শীতল করতে পারব কি ? বৎস এখন কোথায় ?

সঞ্জ। ঐ বটবৃক্ষতল হতে একাকী এদিকে আসছেন।

ধৃত। একাকী,—কি মর্ম্মভেদী কথা বললে, সঞ্জয় ! শত-পুত্র মধ্যে—আহা ! বিধাত, জরাজীর্ণ অবস্থায় হতভাগ্য অন্ধকে একেবারে ডুবালে। দুর্য্যোধন এসেছে ? কি বাবা দুর্য্যোধন এসেছ কি ?

সবাষ্প নয়নে ও অধোবদনে
দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

সঞ্জ। মহারাজ, পিতা এই খানে আপনকার অপেক্ষা করছেন।

ধৃত। বাবা দুর্য্যোধন! (রোদন) কোলে এস (দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন ও উভয়ের রোদন) বাবা, কুরুপুরী হাহাকারে পরিপূর্ণ হয়েছে, আর যুদ্ধ করও না, পাণ্ডবদিগের সঙ্গে সন্ধি কর।

দুর্য্যো। আর্য্য, বলেন কি? পাণ্ডবদিগের মনস্কামনা প্রায় সুসিদ্ধ হয়েছে এখন কি দুর্য্যোধন তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারে? যখন আমি একটীও ভাইকে হারাই নাই তখন সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছি। এখন ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ ও সমুদায় ভাইগুলীকে জলাঞ্জলি দিয়েছি এখন কি শুদ্ধ আপন শরীরের জন্য শত্রুদিগের নিকট বলব "দুর্য্যোধনের দম্ভ চূর্ণ হয়েছে, তোমরা দয়া করে তাকে প্রাণে মের না"। যদিও দুর্য্যোধন দুর্য্যোধনত্ব হারিয়ে শত্রুর নিকট এই কাতর প্রার্থনা করে, তারা জয়লাভ করেছে, পরাস্ত শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করবে কেন?

ধৃত। যদি তোমার সন্ধি করবার ইচ্ছা থাকে, আমি স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের নিকট যাই। সে কখনও আমার কথা ফেলতে পারবে না। যুধিষ্ঠির সর্ব্বদা আপনাকে হীনবল মনে করে, সন্ধির প্রস্তাবে নিশ্চয়ই সম্মত হবে।

দুর্য্যো। দুর্য্যোধন কি শত ভ্রাতার মরণেও বাঁচতে ইচ্ছা করে? বাবা, আমি কি কাপুরুষ? দুঃশাসনের রক্তপানে উন্মত্ত ভীমকে কি গদাঘাতে ধরাশায়ী করতে পারব না?

ধৃত। বৎস, গান্ধারীর তোমা বই আর কেহ নাই, তার দুর্দ্দশা মনে করেও কি তোমার আর যুদ্ধ করতে ইচ্ছা হয়?

দুর্য্যো। বাবা, দুর্য্যোধন অন্য ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করতে পারে, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করতে পারে না।

[নেপথ্যে গোলমাল ও হাহাকার।]

ধৃত। কি নূতন বিপদ উপস্থিত ?

দুর্য্যো। আমাদিগের প্রতি দৈব প্রতিকূল, অতএব কোন নূতন কুসংবাদ শুনবের পূর্ব্বেই আমাকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দিন।

ধৃত। যদি নিশ্চয়ই যুদ্ধ করবে, কৌশলে শত্রু বিনাশের চেষ্টা দেখ।

দুর্য্যো। পাণ্ডবেরা সম্মুখ সমরে আমার ভাইদিগকে বিনষ্ট করেছে, আমি সম্মুখ যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে নিপাত করব।

ধৃত। বাবা, তুমি একাকী, তারা পাঁচ ভাই।

দুর্য্যো। বাবা, দুর্য্যোধনের নিকট কিছুই অসম্ভব নয়। দৈব যদি প্রতিকূল না থাকে একদিনে পৃথিবী পাণ্ডবহীন করব।

[নেপথ্যে] কৌরবদিগের কি হল? কর্ণও গেলেন। এখন অশ্বেরা অভ্যাসবশতঃ কর্ণশূন্য রথ যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

দুর্য্যো। হা কর্ণ, তুমিও গেলে। কর্ণ, তুমি আমাকে বড় স্নেহ করতে। এখন বৃষসেনের প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ আমাকে ছেড়ে গেলে। (সাবেগে) আমি আর কারও জন্য

শোকাকুল হব না। এখনই গিয়ে কর্ণের শত্রুকে যুদ্ধ স্থলে নিপাত করব। সারথি, রথ আন, রথ আন। আমার কথা শুনছ না কেন? যাও রথ আন। পাণ্ডবদিগের ভয়ে আমার আজ্ঞা অবহেলা করছ? যাক, রথে প্রয়োজন নাই, আমি গদাহস্তে পদব্রজেই যুদ্ধে যাই।

সার। দাস পাণ্ডবদিগকে ভয় করে না, মরতেও ভয় করে না। আমি এখনই রথ আনছি।

ধৃত। বৎস দুর্য্যোধন, যদি বৃদ্ধ পিতা মাতাকে জীবিতাবস্থায় দগ্ধ করা সংকল্প করে থাক, তবে অবশিষ্ট বীরদিগের মধ্যে কাহাকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত কর।

দুর্য্যো। আমি অভিষেক করেছি।

ধৃত। কাকে? অশ্বথামাকে না শল্যকে?

সঞ্জ। হায় হায়! ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেলেন, এখন শল্য পাণ্ডবদিগকে জয় করবে?

দুর্য্যো। শল্যের প্রয়োজন নাই, অশ্বথামার প্রয়োজন নাই। আমি চক্ষের জলের সহিত আপনাকে অভিষেক করেছি। হয় অর্জ্জুনকে মেরে কর্ণের শোক নিবারণ করব নচেৎ পরলোক গিয়ে কর্ণকে আলিঙ্গন করব।

[নেপথ্যে] ওহে কৌরববীরগণ! তোমরা পালাও কেন? আমি তোমাদিগকে চাই না। আমি চাই দাম্ভিকশ্রেষ্ঠ দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে।

সঞ্জ। (দেখিয়া,) দুজন মহাবীর এদিকে আসছে।

ধৃত। কারা?

সঞ্জ। বুঝি অর্জ্জুন আর ভীম। তারাই বটে।

ধৃত। এখন উপায় কি?

দুর্য্যো। (দক্ষিণ হস্তে গদা উত্তোলন করিয়া) এই বাহু, ও এই গদা এখনকার উপায়। সঞ্জয়, পিতাকে রথে করে শিবিরে নিয়ে যাও।

ধৃত। আমাকে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করতে দেও। এরা কি অভিপ্রায়ে আসছে শুনে যাই।

দুর্য্যো। আর জানবেন কি? জানাই তো আছে।

[নেপথ্যে] ওহে কৌরবগণ, তোমরা ভয়ে ভীত হয়ে অস্ত্র শস্ত্র ফেলে পালাচ্ছ কেন? তোমাদিগকে অভয় দিলাম। যিনি কপট পাশক্রীড়ার মূল, জতুগৃহের দাহনকর্ত্তা, যার আদেশে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রাপহরণ হয়, যে এক শত ভ্রাতার গৌরব করে এসেছে, যার সহায় কর্ণ, সেই দুর্দ্দান্ত প্রবলপ্রতাপ মহারাজাধিরাজ, পাণ্ডবদিগের দম্ভচূর্ণকারী, অহঙ্কার-অবতার দুর্য্যোধন কোথায়?

ধৃত। সঞ্জয়, কি হল? ভীম যে কি বলে!

দুর্য্যো। বল, সঞ্জয়, যে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের বল বা বাক্যে ভীত নহে সেই দুর্য্যোধন এই খানে।

সঞ্জ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে] আর্য্য! শোকাতুর ধৃতরাষ্ট্রের সন্মুখে গিয়ে তাঁর মনে কষ্ট দিবার আবশ্যক নাই। চলুন আমরা ফিরে যাই।

[নেপথ্যে] বল কি অর্জ্জুন? শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কাজ করা অনুচিত। ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম না করে যাওয়া ভাল দেখায় না।

সঞ্জয়ের সঙ্গে ভীমার্জ্জুনের প্রবেশ।

ভীম। সঞ্জয়, পূজনীয় পিতাকে আমাদিগের নমস্কার জানাও—থাক আমরা আপনারাই শুনাচ্ছি। পিত, আপনার পুত্রেরা যে বীর কর্ণের উপর নির্ভর করে জয়লাভ করবেন মনে করেছিলেন, সেই সারথিসূতকে বধ করে এসে অর্জ্জুন আপনাকে নমস্কার করছেন। আমি কুরুকুল প্রায় বিনাশ করেছি, দুঃশাসনের রক্তপানে উন্মত্ত হয়েছি, আমি শীঘ্রই দুর্য্যোধনের ঊরু ভঙ্গ করব। আমি ভীম, আপনাকে নমস্কার করি।

ধৃত। অর্জ্জুন, ভীম, জয়লাভে তোদের এত অহংকার হয়েছে? যুদ্ধের এই রীতি, কেহ বা জয়ী হয় কেহ বা পরাজিত হয়। কেন আমাকে জ্বালাতন করতে এলি?

ভীম। জ্বালাতন হয়েছি, তাই জ্বালাতন করতে এলেম, রাগ করবেন না। আপনকার পুত্রদিগের পাণ্ডব সম্বন্ধীয় সংকীর্ত্তিতে বড় সন্তুষ্ট ছিলেন, আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রের কীর্ত্তি-কলাপের কথায় আরও সন্তুষ্ট হউন।

দুর্য্যো। ওরে মানবাকার পশু ভীম, তোরা যে স্ত্রীকে পাশক্রীড়ায় হারিয়েছিলি সেই দাসীর আমি অপমান করে-ছিলাম সে কথা উল্লেখ করা তোদের বড়ই পৌরুষ, না?

ভীম। কি বললি, নরকানন পিশাচ? কি বলব বৃদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র এখানে। নচেৎ এতক্ষণে দ্রোণ কর্ণ দুঃশাসনের সঙ্গী হতিস।

দুর্য্যো। দুর্য্যোধনের মুখের উপর কার সাধ্য এমন কথা বলে? (গদা উত্তোলন করিয়া ভীমকে মারিতে উদ্যত।)

সঞ্জ। মহারাজ, করেন কি? (নিবারণ করিতে চেষ্টা।)

ধৃত। বৎস, ক্ষান্ত হও।

ভীম। উ, উঁ! (ক্রোধভরে শরীর কম্পন)

অর্জ্জু। আর্য্য, দুর্য্যোধনের উপর কেন রাগ করছেন? যার মুখে বল কিন্তু যে কার্য্যে দুর্ব্বল তার উপর কিসের ক্রোধ? বিশেষতঃ এখন ভ্রাতৃশোকে প্রলাপ বকছে। তাতে কষ্ট বোধ করেন কেন?

ভীম। ধৃতরাষ্ট্র এখানে আছেন বলে বড় বেঁচে গেলি। কিন্তু, চন্দ্রসূর্য্য, তোমরা সাক্ষী, আমি প্রতিজ্ঞা করলেম কল্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে এই দুরাচারের উরু ভঙ্গ করব, নচেৎ এ প্রাণ রাখব না।

দুর্য্যো। প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হলে প্রাণ রাখবি নে?

ভীম। ক্ষত্রিয়ের যে কথা সেই কাজ।

দুর্য্যো। আমি বলছি তোর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হতে দেব না।

ভীম। রাত্রি প্রভাত হলে দেখা যাবে।

[নেপথ্যে] বীরগণ, শোন। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির আজ্ঞা করেছেন, আপনারা সকলে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে মৃত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সৎকার করুন, সৈন্যগণকে ফিরিয়ে আনুন।

অর্জ্জু। আর্য্যের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

ভীম। দুর্য্যোধন আজ বড় বেঁচে গেল।

[ভীমার্জ্জুন নিষ্ক্রান্ত]

দুর্য্যো। সঞ্জয়, নিবারণ করলে কেন? দুরাত্মা বড় প্রতিজ্ঞা করে চলে গেল!

ধৃত। (স্বগত) প্রতিজ্ঞা শুনে আমার রক্ত শুকিয়ে গেল? কপালে কি ঘটে!

অশ্বত্থামার প্রবেশ।

অশ্ব। মহারাজের জয় হউক।

দুর্য্যো। গুরুপুত্র, এস।

অশ্ব। রাজন, কর্ণের কথাও শুনেছিলেন, কার্য্যও দেখলেন। কর্ণের উপরে রাগ করে আমি অস্ত্র ত্যাগ করেছিলাম, এখন আবার অস্ত্র গ্রহণ করেছি। পাণ্ডবদিগের প্রলয়ানল অশ্বত্থামা পিতৃ-অপমানে প্রজ্বলিত হয়ে পাণ্ডুবংশ ভস্মীভূত করবে। মহারাজ, আর কোন ভয় নাই।

দুর্য্যো। কর্ণ প্রাণ ত্যাগ করেছেন, এখন আপনি যুদ্ধে যেতে ইচ্ছা করছেন। আরও কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুণ, কর্ণের অর্দ্ধাঙ্গ দুর্য্যোধনের জীবন শেষ হক।

অশ্ব। তথাস্তু।

[প্রস্থান।

ধৃত। বৎস! করলে কি? না বুঝে মহাত্মা অশ্বত্থামার মনঃপীড়া দিলে।

দুর্য্যো। আমি কি অন্যায় বলেছি? আমার মুখের উপর

সখা কর্ণের নিন্দা করলে! অর্জ্জুন আর অশ্বথামায় প্রভেদ কি বলুন দেখি?

ধৃত। তোমার দোষ কি, বৎস? কুরুবংশ শেষ হল। সঞ্জয়, আর কি করব? (চিন্তা করিয়া) তুমি অশ্বথামার কাছে যাও; গিয়ে বল দুর্য্যোধন আর তুমি একত্রে স্তনপান করেছ, একত্রে ধৃতরাষ্ট্রের কোলে বসে তার পট্টবস্ত্র মলিন করেছ। সেই দুর্য্যোধন ভ্রাতৃশোকে অধীর হয়ে তোমাকে কটু কথা বলেছে, তার উপর রাগ না করে উভয়ে পাণ্ডুকুল ধ্বংস কর।

সঞ্জ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

দুর্য্যো। বাবা, আমি অশ্বথামার সাহায্য চাই না। আমি একাকী যুদ্ধে যাই।

ধৃত। বৎস, বৃদ্ধ অন্ধ পিতা আর তোমায় কি বলবে? তোমার কি ভয়ঙ্কর বুদ্ধিভ্রম ঘটেছে! যুদ্ধে চললে? ধৃতরাষ্ট্রের আর আশা রইল না।

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

সঞ্জয়ের পুনঃ প্রবেশ।

সঞ্জ। অশ্বথামা ফিরে এলেন না।

ধৃত। চল যাই শিবিরে। কেহই রইল না, এ সংসারে শোক দুঃখ এই দুই নিয়ে থাকতে হল। কেউ যেন আমার

মত শত পুত্রধনে সুখী হয়ে অবশেষে শোকসাগরে নিমগ্ন না হয়।

[সঞ্জয়ের সঙ্গে কান্দিতে কান্দিতে নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মৃতদেহ-শৃগাল-গৃধ্র-বায়স-পরিপূর্ণ
রণক্ষেত্র।

একজন আহত সৈনিক উপবিষ্ট।

সৈনি। পা থেকে এই বাণটা না বার করতে পারলে আর চলা যায় না। বাণও বার করতে পারছি নে। বাণটা হাড়ে লেগেছে—খচ্ খচ্ করে উঠ্‌ছে।

অপর একজন সৈনিকের প্রবেশ।

দ্বি, সৈ। তুমি আহত হয়েছ, আঘাত কোন্ স্থানে ?

প্র, সৈ। দেখছ না, রক্ত এখনও দর দর করে পড়ছে। আমি আহত হয়েছি আড়াই প্রহরের সময়। কতকক্ষণ অচেতন ছিলাম, চৈতন্য পেয়ে নেঙ্গচে নেঙ্গচে এই পর্য্যন্ত এসেছি, এখন বাণ ফলকটা হাড়ে বড় লাগছে, আর চলতে না পেরে এই খেনে বসে পড়েছি। সকলে একে একে চলে গেল, আমি পশ্চাতে পড়ে রয়েছি।

দ্বি, সৈ। আমি বাণটা তুলে ফেলব কি ? (তুলিতে চেষ্টা)

প্র, সৈ। টেনে তুলতে পারবে না, মাংসে ফলকটা আটকাচ্ছে। এক কাজ কর, তোমার তরোবারের আগা দিয়ে দুই দিক বেশ করে চিরে দাও, তা হলে বাণ সহজেই তুলে ফেলতে পারবে এখন।

দ্বি, সৈ। তা করতে গেলে বড় লাগবে।

প্র, সৈ। জানছ তো আমি ক্ষত্রিয়, সুতরাং ও বেদনা-টুকু সহ্য করতে পারব। [দ্বিতীয় সৈনিকের বাণ নির্গত করণ]

আমি এখন সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারব, অনায়াসে চলতে পারব। [গাত্রোত্থান ও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওন]

দ্বি, সৈ। তুমি এখনও নেঙ্গচাচ্ছ, তুমি আমার হাত ধরে চল।

প্র, সৈ। আর সাহায্যের প্রয়োজন নাই। তুমিও যুদ্ধে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছ দেখছি, তোমাকে আর কষ্ট দেব না।

দ্বি, সৈ। আমি যুদ্ধে ক্লান্ত হই নাই, ক্লান্ত হয়েছি হেঁটে। আজ যুদ্ধক্ষেত্রে দুই ক্রোশ হাঁটিতে একটী প্রহর লেগেছে। মানুষ ঘোড়া হাতির মৃত শরীরে; রথের চাকা, চূড়া, ভাঙ্গা তক্তায়; রক্ত, বসা, মজ্জায় যুদ্ধক্ষেত্র দুর্গম হয়ে পড়েছে। কোন স্থানে মৃত ঘোড়া হাতির উপর দিয়ে, কোন স্থানে বা রথের উপর দিয়ে আসতে হয়েছে। ক্ষত্রিয় শরীরের উপর দিয়ে চলা পাপ মনে করি, সেই জন্যে অনেক ঘুরে আসতে হয়েছে— এক স্থানে চতুর্দ্দিকে নরশরীর আর পথ নাই, একটী মৃতহাতীর উপর দিয়ে না এলে চলে না। কি করি, অতি কষ্টে হাতি-

টার উপর উঠলেম—কিন্তু যাই নামব অমনি পা পিছলে রক্ত-বসায়পরিপূর্ণ এক গর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেলেম। এই রকম চার পাঁচ বার পড়েছি। এইতো—তাতে আবার যুদ্ধক্ষেত্র শৃগাল, শকুনি, রাক্ষস রাক্ষসীতে পরিপূর্ণ; সমস্ত পথ তাদের ঠেলে আসতে হয়েছে—ঐ দেখ, (পশ্চাতে দৃষ্টি) যত দূর দৃষ্টি চলে, শৃগাল,গৃধ্র, ক্রৌঞ্চ, রাক্ষস প্রভৃতি আহারে ব্যস্ত রয়েছে।

প্র, সৈ। তাই তো এরূপ কখনও দেখা যায় না।

দ্বি, সৈ। দেখ আজি এত লোক মারা গেছে যে রাক্ষস রাক্ষসীরা মাংস রক্তে পরিতৃপ্ত হয়ে শান্ত ভাব ধারণ করেছে—শৃগাল শকুনিরা নীরব হয়ে আহার করছে।

প্র, সৈ। তাই তো— না জানি আজি কত লক্ষ যোদ্ধা প্রাণত্যাগ করেছে।

দ্বি, সৈ। সর্ব্বনাশ হয়েছে কৌরবদিগের—কৌরব বীর-গণের মধ্যে শুদ্ধ দুর্য্যোধন মাত্র অবশিষ্ট আছেন। আমি কৌরবশিবিরের নিকট দিয়ে এলেম—সেখানে যেন লোক নাই—দু চারি জন এদিকে ওদিকে যেন মরে রয়েছে—শিবির মধ্যে শুদ্ধ হাহাকার আর ক্রন্দন শুনলেম। আমি পাণ্ডব, দেখে আমারই শোক উপস্থিত হল।

প্র, সৈ। তুমি পাণ্ডব? আমার শত্রু?

দ্বি, সৈ। আর ভাই শত্রু শত্রু করলে কি হবে? এদিকে শেষ হয়ে এসেছে—কুরুকুল ধ্বংস হয়ে এল।

প্র, সৈ। কৌরবশিবির কোন্ দিকে?—আমার দিক-ভ্রম হয়েছে।

দ্বি, সৈ। এ স্থান হতে অনেক দূরে—তুমি এ অবস্থায় সেখানে যেতে পারবে না, আমিও যেতে দেব না।

প্র, সৈ। যেতেই হবে—যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আমি দুর্য্যোধনের দাস—আমি কৌরবশিবির ব্যতীত আর কোথায় যাব?

দ্বি, সৈ। আমার সঙ্গে চল—তুমি এখন আমার মিত্র—আজ আমার আতিথ্য স্বীকার করে আমাকে কৃতার্থ কর—

প্র, সৈ। আজ যখন আমি ভালরূপ চলতে পারছি না তখন তোমাদেরই শিবিরে যাই—সে কত দূর?

দ্বি, সৈ। ঐ দেখা যায়?

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

কতকগুলি রাক্ষস রাক্ষসীর প্রবেশ।

প্র, রাক্ষ। ডেক গজপড, মু আর নিডেড্‌ডা আজ থাড়ি মানষের জিব খেয়েছি, খেয়ে পেট ভড়েছি—জিবেড় মট মিট্‌টি আড় কিছু ড়াগে না।

দ্বি, রাক্ষ। ও নিডয়া, বড়ি, পেট ভড়েছে টো?

নিদ। আদ ভয়বে না তো কবে ভয়বে? বজ, জিব কেতেথে আয় মু হা কয়ে খেয়েথি, হি, হি, হি।

প্র, রা। ডেক, হডগু—পেট ভড়ে টো জিব খেয়ে—মু কড়নু কি? মড়াড় কাণ কেটতে নাগনু—কাণ কেটে মাড়া গাঁঠনু—এক গাছা নিডেড্‌র গড়ায় ডিনু, এক গাছা মু পড়নু—টেবু কাণ ফুড়োয় না—তাড় পড়—মু, নিডেড্ডা, ডাগা-

চোক, বেকানাক, মড়মড়ে, বাগিনী, লোভা, হাউড়ে—কাণ কাট্‌টে নাগনু—আড় কাড়ি কড়টে নাগনু—গোটা কাড়ি না গোটা পড়্‌বট—হেমনি কাড়ি কড়নু—একপণ—বাড় গোণ্ডা—টেবু কাণ ফুড়ুল না—আজ বড় মড়েছে।

তৃ, রা। তোড়া কাণ কেটে কাড়ি কড়েছিস—মু কড়নু কি—যট আঢ মড়া মাঁউস ছেল—টাড়ের মু গড়া ধড়ে টিপ্‌পিছি—আড় কোঁক কড়েছে আড় মড়েছে—মু টো গোটা পড় এই খেড়া কড়নু—টাড় পড় মাউসের ড়টকে গড়া গড়ি—ড়টক মাখি খাই আড় ছড়াই—মজা বড় মজা—হি, হি, হি। খেয়ে আজ পেট ভড়েছে—

নিদ। আদ বয় পেত ভয়েথে। বজ, আয় মোরা নাত্তি আয় গান কয়ি—

সকলে। বেশ, নিডেড্‌ডা—বেশ—আজ নাচব না টো কবে নাচব।

[রাক্ষস ও রাক্ষসী গণের পৃথক হইয়া দণ্ডায়মান হওন।]

প্র, রা। (রাক্ষসীদিগকে সম্বোধন করিয়া) তোড়া মাঝে ডাড়া। মোড়া ঘুড়ে ঘুড়ে নাটি আড় গীট গাই।

রাক্ষস। (নৃত্য)

গীত।

(ইংরেজি স্থুর)

ডাক্ষসেড় সেড়া আড় কে আছেড়ে ?

পিটিমিড় মাঝে—ডাক্ষসের সেড়া আড় কে আছেড়ে ?

এট বড় নাক, এট বড় কাণ কাড় আছেড়ে ?

এট বড় পেট আড় কাড় আছেড়ে ?

এই—হাড় গিড়ে হজম কড়ি—এমন পেট কাড় আছেড়ে?
এমন ডণ্ট (দন্ত প্রদর্শন), হাটীর চামড়া ছিড়ি,
হাড় ভাঙ্গি—এমন ডণ্ট কাড় আছেড়ে ?
কুকুড় ডাকে ঘেউ ঘেউ, শিয়াল ডাকে হুয়া হুয়া—
মোডের ডাকে আকাশ ফাড়ে—হোঁ, হাঁ, হিঁ। (চীৎকার)
মোডের মট ডাক আড় কে ডাকেড়ে ?
ড়াক্ষসের সেড়া আড় কে আছেড়ে ?

মোড়া হাটি খাই, ঘোড়া খাই,
মোড়া খাই বাঘেড় মাস,
সিং ভাঙ্গি ভঁইষের, মাউসের ভাঙ্গি ঘাড়—
যাড়ে পাই তাড়ে খাই, ডড়াইনাক কাড়ে,
ড়াক্ষসেড় সেড়া আড় কে আছেড়ে ?

ছিল ড়াবণ ড়াজা এক ডাগড় ড়াক্ষস,
ইণ্ডিড় টার হয়েছিল সহিস,—
বেহ্মা টার হয়েছিল মাউট—
টার ডক্কা থানা সোণার পাট,
কট ডেবকন্যে আনট ধড়ে—
হা, হা, হা,—(বিকট হাস্য)
ড়াক্ষসেড় সেড়া আড় কে আছেড়ে ?

ছিড় কুম্ভু কড়ণ এক ডাগড় ড়াক্ষস,
এক ডিন জাগ্‌ট ঘুমোটো ছমাস

টার নাক টা গোটা পাটকূয়ো,
তার নাকে হটো বাজের ডাক,
নিশেসেটে গড়ু বাছুড় আন্‌ট টেনে—
ড়াক্ষসেড় সেড়া আড় কে আছে ড়ে ?

রাক্ষসীগণ। [রাক্ষসগণকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য]
আক্ষসীয় সেয়া আয় কে আথেয়ে ?
পিতিমীয় সেয়া আক্ষস—আয় আক্ষসেয় সেয়া আক্ষসী।
আদয় কয়ে, কোয়ে কয়ে, থেবা কয়ে, পায়ে ধয়ে—
রাক্ষস ভোয়ে এই ঊপে,
এমন ঊপ কায় আথেয়ে ?

[দুই দল হইয়া নৃত্য।]

রাক্ষস। ড়াক্ষসীর সেড়া আড় কে আছেড়ে ?
মাঁউষে পোজে ড্যাবা ডেবি মোড়া পূজি ড়াক্ষসী।
ড়াক্ষস পিয়সী আড় ড়াক্ষস বিয়নী—
গড় কড়ি টোডের পায়ে।
ড়াক্ষসীড় সেড়া আড় কে আছেড়ে ?

রাক্ষসী। আক্ষসীয় সেয়া আয় কে আথেয়ে ?
রাক্ষস। হোঁ, হাঁ, হিঁ। (চীৎকার)
রাক্ষসী। হিঁ, হিঁ, হিঁ,। (চীৎকার)

[যবনিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

গদা হস্তে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। (স্বগত) প্রভাত হয়েছে, তথাপি চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। বজ্রাঘাত, রক্তবৃষ্টি হচ্ছে। কুলক্ষণ—কুলক্ষণে দুর্য্যোধনের ভয় কি? আমি যুদ্ধে যাই। প্রলয় উপস্থিত হক না কেন? আমার গদাযুদ্ধ প্রলয়ের একটী অঙ্গ হবে, প্রলয়কে চতুর্গুণ ভয়ঙ্কর করবে।

একজন দূতের প্রবেশ।

কে তুই? তুই কি দুর্য্যোধনের বধ্য ভীম?

দূত। মহারাজ আমি আপনার দাস।

দুর্য্যো। আমি এখন শত্রু মিত্র কাউকে চাই না, শুদ্ধ চাই দুর্য্যোধনের বধ্য ভীমকে। দূর হ, দূর হ, নচেৎ গদাঘাতে তোর মস্তক চূর্ণ করব।

দূত। মহারাজ, বজ্রের আগুণে আপনার রথ পুড়ে গেল।

দুর্য্যো। ক্ষতি নাই। আমি রথ, অশ্ব, হস্তি চাই না।

দূত। মহারাজ, অস্ত্রশিবিরও বজ্রের আগুণে পুড়ে গেল, একখান অস্ত্রও বার করতে পারলেম না।

দুর্য্যো। দূর হ, দূর হ, আর শুনতে চাই না। আমার অস্ত্রে প্রয়োজন নাই, যুদ্ধবেশেও প্রয়োজন নাই।

দূতের প্রস্থান ও সঞ্জয়ের প্রবেশ।

আবার আসে কে? কে তুই?

সঞ্জ। আমি সঞ্জয়।

দুর্য্যো। পাণ্ডবেরা তোমাকে এখনও জীবিত রেখেছে? আমার মনে নিচ্ছিল যে দুর্য্যোধনের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কাউকেও পাণ্ডবেরা জীবিত রাখে নাই। তুমি এখানে এসেছ কেন? আমি আজ শত্রু মিত্র কাউকে চাই না, শুদ্ধ চাই দুর্যোধনের বধ্য ভীমকে।

সঞ্জ। পিতা মাতা উভয়ে অত্যন্ত রোদন করছেন।

দুর্য্যো। করবেনই তো। আমার কাছে এসেছ কেন?

সঞ্জ। তাঁরা আপনাকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ করছেন।

দুর্য্যো। পিতাই হউন আর মাতাই হউন, কাঁদুন আর প্রাণত্যাগ করুন, দুর্য্যোধন আজ কারও কথা শুনবে না।

সঞ্জ। পিতা মাতার কথা—

দুর্য্যো। দূর হ, দূর হ, নচেৎ গদাঘাতে তোর প্রাণ নাশ করব।

সঞ্জ। কি সর্ব্বনাশ! ইনি উন্মাদ হলেন না কি? হা বিধাত, তোমার মনে এই ছিল?

[রোদন করিতে করিতে প্রস্থান।

দুর্য্যো। এ কারা? ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, সকলেই! (নীরব হইয়া দণ্ডায়মান) কাঁদছে, সকলেই কাঁদছে। এ দেখে আমিও কি কাঁদব? না, আমার শোকদুঃখ কিছুই নাই, স্নেহ-মমতা কিছুই নাই। আমি আজ দুর্য্যোধনের বধ্য ভীমকে মারব, আজ আমার কাঁদবার অবকাশ নাই। তোমরা হাত তুলে নিষেধ করছ না কি? আমি আজ কারও কথা শুনব না। স্বয়ং ভগবান্ নিষেধ করলেও শুনব না। আবার নিষেধ করে। দূর হ, দূর হ, দূর হ। একেবারে অদৃশ্য হল। আজি আমি শক্রু মিত্র কাউকে চাই না, শুদ্ধ দুর্য্যো-ধনের বধ্য ভীমকে চাই। এ আবার কে? কে তুই? অভি-মন্যু? সর্পশিশু? তুই কি পুনর্জ্জীবিত হয়েছিস? হাসছিস? উপহাস করছিস? পুনর্ব্বার যমালয়ে পাঠাব। [শূন্যে গদা-ঘাত] বায়ু! কল্পনা! [কম্পন ও হস্ত হইতে গদার পতন। পুনর্ব্বার স্থির হইয়া গদা গ্রহণ] আমি মৃত শক্রুর উপহাসে কিম্বা জীবিত শক্রুর আস্ফালনে আজ নিরস্ত হব না। যুদ্ধে যাবই। দুর্য্যোধনের বধ্য ভীম, তোর আজ নিস্তার নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এ তিনে তোর সহায় হলেও আজ তোর নিস্তার নাই। ইন্দ্রের বজ্র, মহেশের ত্রিশূল, চক্রপাণির সুদর্শন, এ তিন একত্র হলেও তোর নিস্তার নাই। মেঘ রক্ত বর্ষণ করুক, বজ্রাঘাতে পৃথিবী কম্পমান হক, প্রলয়ের ঝড়ে সুমেরু হিমালয় চূর্ণ হক, সাগর উথলে উঠে পৃথিবী প্লাবিত করুক, জল অনল হক, বায়ু বিষাক্ত হক, দুর্য্যোধন গদাঘাতে স্বীয় বধ্য ভীমের মস্তক চূর্ণ করুক। [নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি]

দুর্য্যোধনের বধ্য ভীম, এসেছিস? যাই, যাই, আজ তোর নিস্তার নাই। হর-হর-হর-হর!

[বেগে প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পটগৃহ।

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর প্রবেশ।

যুধি। হায়, হায়, ভীম কেন এমন প্রতিজ্ঞা করলেন? মহাসাগরতুল্য ভীষ্ম শরশয্যায় পতিত হয়েছেন, কালাগ্নি দ্রোণও নির্ব্বাণ হয়েছেন, কালসর্প কর্ণও বিনাশ হয়েছে, শল্য স্বর্গ গমন করেছেন। জয় হতে অল্প অবশিষ্ট রয়েছে। এমন সময় ভীম ক্রোধভরে কি প্রতিজ্ঞাই করলেন? "আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দুর্য্যোধনকে মারব নচেৎ আত্মঘাতী হব"। এমন প্রতিজ্ঞা করতে হয়?

দ্রৌপ। মহারাজ, তাঁর কখনই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় না।

যুধি। দুর্য্যোধনকে যদি না পাওয়া যায়।

দ্রৌপ। তা হলে কি হবে?

দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ, দুরাত্মা দুর্য্যোধন কুমার ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয় হয় এমন সময় কোথায় পালাল, অনুসন্ধান করে পাওয়া যাচ্ছে না।

যুধি। যা আশঙ্কা করেছিলাম তাহাই ঘটল—ভীম কেন এমন প্রতিজ্ঞা করলেন ?

দ্রৌপ। কি হল ?

যুধি। যাও সহদেবকে বল গিয়ে যেন সর্ব্বত্রে দূত প্রেরিত হয়, তাহারা যেন উদ্যানে বনে পর্ব্বতগুহায় তরু-গহ্বরে অনুসন্ধান করে।

দূত। দূত চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয়েছে।

যুধি। যারা সঙ্কুচিত ভাবে কথোপকথন করছে, অল্প-বয়স্ক বালক, বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, শান্তমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ, ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। যেখানে মৃগগণ ভয়ে দৌড়াচ্ছে, পক্ষিগণ উড়ে উড়ে শব্দ করছে, যেখানে রাজপদচিহ্ন পড়েছে, সেই খানে অনুসন্ধান কর। দূত, শীঘ্র যাও।

দূত। যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

যুধি। আমি জানতেম যে শঠ দুর্য্যোধন এমন করবে। সে ভীমের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবার জন্য প্রাণ ত্যাগও করতে পারে ?

দ্রৌপ। তাই কি করবে ? ভগবান, দুর্য্যোধনকে বাঁচিয়ে রেখ, সে যেন আর্য্যপুত্রের হস্তে বিনষ্ট হয়। ভগবান, আমি যদি সতী হই আর আমার যদি তোমার প্রতি অচলা ভক্তি থাকে, দুর্য্যোধনকে আত্মঘাতী হতে দিও না। সূর্য্যদেব বুঝি অস্ত গেলেন ?

যুধি। দেবি, এখনও অস্তগত হন নাই, অস্তগতপ্রায়। অশ্বত্থবৃক্ষের ভিতর দিয়ে তাঁর রক্তবর্ণ রশ্মি আসছে।

দ্রৌপ। সূর্য্যদেব, তোমার প্রতি দাসীর যদি অচলা ভক্তি থাকে দুর্য্যোধন হত হবার পূর্ব্বে অস্তগত হইও না। মহারাজ, প্রহরী ভৃত্য সকলকে দুরাত্মার অনুসন্ধানে পাঠান।

যুধি। বেশ বলেছ। কঞ্চুকি, পাঁচজন প্রহরী ব্যতীত আর সকলকে সুযোধনের অনুসন্ধানে পাঠাও।

[নেপথ্যে] যে আজ্ঞা।

দ্রৌপ। পাঁচজন ব্যতীত কেন ? সকলকে পাঠান।

যুধি। সকলকেই পাঠাও।

দ্রৌপ। ভৃত্যদিগকেও পাঠান।

যুধি। ভৃত্যদিগকেও সুযোধনের অনুসন্ধানে পাঠাও।

[নেপথ্যে] যে আজ্ঞা।

দ্রৌপ। (সজল নয়নে) সূর্য্য যে অস্ত যান, আমার বুঝি কপাল ভাঙ্গল।

যুধি। দেবি, চক্ষের জল ফেল না। সুযোধনকে পেলেই ভীম প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারবেনই পারবেন। ভয় করও না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সহায়। (দ্রৌপদীর চক্ষের জল মোচন করিয়া) দেখি কেউ আসছে কি না ? (নেপথ্যের দিকে অগ্রসর হওন।)

দ্রৌপ। দুর্য্যোধন যদি অন্যায় করে আমার অপমান করে থাকে, নিশ্চয়ই সে আজ যমালয় যাবে। সূর্য্য বুঝি অস্ত গেলেন।

যুধি। না। কেও যে আসে না। [দ্রৌপদীর নিকট গিয়া] দেবি, ভয় নাই, এখনও সূর্য্যের আলো ঐ অট্টালিকার শিখরে রয়েছে, এখনও শুক পক্ষির দল বৃক্ষে ফিরে আসি নি। কেউ যে আসে না। (নেপথ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া) এক জন দূত আসছে। সুসংবাদ যে আনে সে দ্রুত আসে, এও দ্রুত আসছে।

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজের জয় হইক।

যুধি। সংবাদ কি ?

দ্রৌপ। শীঘ্র বল, দুর্য্যোধনকে পাওয়া গিয়েছে কি না ?

দূত। মহারাজ, পাণ্ডবসৈন্যের অর্দ্ধেক দুর্য্যোধনের অনুসন্ধানে গিয়েছে। ভগবান বাসুদেব আপন রথে চড়ে অনু-সন্ধানে গিয়েছেন, অর্জ্জুন পদব্রজে যুদ্ধক্ষেত্রের উত্তরে মুনির আশ্রমে প্রবেশ করেছেন। সাত্যকি অশ্বারোহণে পশ্চিম দিকে গেছেন, নকুল সহদেব দুই ভাই গৃহে গৃহে খুজছেন।

যুধি। তার পর ? সুযোধোনের অনুসন্ধান পাওয়া গিয়েছে ?

দূত। না মহারাজ, এই জন্য মহাবীর ভীম গদা মাটিতে রেখে অবনত মস্তকে সুমেরুর ন্যায় স্থির ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমাকে আজ্ঞা করলেন আপন-কার নিকট এসে বলতে,—কোন ভয় নাই, দুর্য্যোধন বাসুকীর ফণার নীচে লুকিয়ে থাকলেও তার আজ নিস্তার নাই। দাসের শ্রীচরণে এই নিবেদন।

যুধি। যাও, দূত শীঘ্র সুসংবাদ আন গিয়ে।

দ্রৌপ। দূত, আর্য্যপুত্রকে বল গিয়ে যেন প্রতিপলকে যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ নিয়ে দূত আসে।

দূত। যে আজ্ঞা।

দ্রৌপ। মহারাজ, আমিও দুর্য্যোধনের অনুসন্ধানে যাই।

যুধি। তুমি বীর-পত্নী, একথা বলতে পার বটে। কিন্তু কৌরবেরা পরাজিত হওয়াতে আজ ব্যাঘ্র ভল্লুকের ন্যায় নৃশংস হয়েছে, এখন তোমার গৃহ হতে বহির্গত হওয়া উচিত হয় না।

দ্রৌপ। আপনি যান।

যুধি। তুমি শুদ্ধ কতকগুলি স্ত্রীলোকের সঙ্গে এখানে থাকবে, সে ভাল হয় না।

দ্রৌপ। আমার কপালে যা আছে তাই হবে। আমার মনে নিচ্ছে আপনি গেলে সেই দুরাত্মাকে খুজে বার করতে পারবেন।

যুধি। দেখি, এই দেখ কে আসছে।

তৃতীয় দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজের জয় হক।

যুধি। তোমায় দেখে বোধ হচ্ছে তুমি শুভ সংবাদ নিয়ে আসছ।

দ্রৌপ। দুর্য্যোধন আর্য্যপুত্রের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে?

দূত। না, দেবি।

দ্রৌপ। তাহার অনুসন্ধান পাওয়া গিয়েছে?

দূত। তা বলতে পারি নে।

দ্রৌপ। তবে তোমার না আসাই ভাল ছিল।

দূত। দেবি, ভগবান্ বাসুদেব নীলাম্বু সরোবরের তীরে দুর্য্যোধনের পদচিহ্ন দেখতে পেয়েছেন। এই সংবাদ পেয়ে সেনাগণ আনন্দনাদে গগণ বিদীর্ণ করছে। কুমার ভীম হুহুঙ্কারে পৃথিবী কাঁপিয়ে সেই দিকে চলে গেলেন, এই দেখে আমি মহারাজকে শুভ সংবাদ দিতে এলেম। শ্রীচরণে দাসের এই নিবেদন।

[প্রস্থান।

দ্রৌপ। তা দুর্য্যোধনের পদচিহ্ন না হতে পারে, আর তার পদ চিহ্ন হলেও সে সেখানে না থাকতেও পারে। সন্ধ্যা হয়ে এল।

চতুর্থ দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ, ভগবান বাসুদেব বলে দিয়েছেন আপনি অভিষেকের আয়োজন করুন। কুমার ভীমের প্রতিজ্ঞা পালনের আর অধিক বিলম্ব নাই।

দ্রৌপ। দূত, এমন সুসংবাদ কখনও শুনি নি।

যুধি। ভীমের সঙ্গে সুযোধনের কি যুদ্ধ হচ্ছে?

দূত। আজ্ঞা হাঁ।

যুধি। কি রূপে সুযোধনকে পাওয়া গেল, আর উভয়ে কি রূপ যুদ্ধ হচ্ছে সংক্ষেপে বল।

দূত। দেব, দেবি, শুনুন। বাসুদেব নীলাম্বু সরোবর

তটে দুর্য্যোধনের পদচিহ্ন দেখতে পেলেন। এ কথা শুনে কুমার ভীমসেন দ্রুতবেগে সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন বাসুদেব বললেন " ভীম, দুর্য্যোধন বোধ করি জলস্তম্ভনী বিদ্যাপ্রভাবে জলমধ্যে শয়ন করে আছে "।

যুধি। ঠিক অনুমান করেছেন, দুর্য্যোধন জলস্তম্ভনী বিদ্যার জন্য বিশেষ বিখ্যাত।

দ্রৌপ। দুর্য্যোধনকে সেইখানেই পাওয়া গেল ?

দূত। আজ্ঞা হাঁ। কুমার বাসুদেবের কথা শুনবামাত্র মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় জলে পড়লেন ও পুনর্ব্বার যেন সাগর মন্থন আরম্ভ করলেন। জলজন্তু সকল চারিদিকে দৌড়িতে লাগল। কুমার বজ্রনিনাদে বললেন " ওরে অভিমানী দুর্য্যোধন, তোর অহংকার কোথায় গেল ? যে ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান করেছে, তার কি করলি ?"

দ্রৌপ। আর্য্যপুত্র, জন্মান্তরে যেন তোমার মত স্বামী পাই।

যুধি। দূত, তার পর ?

দূত। সরোবরের আন্দোলনে দুরাত্মা দুর্য্যোধন উঠল না। অবশেষে কুমারের গদার আঘাত পেয়ে সাগর-মন্থন সময়ের কালকূটের ন্যায় কুরুকুলাঙ্গার ক্রোধভরে উঠে দাঁড়াল। কুমারের চক্ষু হতে যেন ক্রোধানল বেরিয়ে আসতে লাগল। পরে উভয়ে সরোবরের তটে উঠলেন। উভয় সৈন্য রণনাদ করে উঠল, রণবাদ্য আরম্ভ হল, শেষে পরস্পরে অনেক কটূক্তির পর যুদ্ধ আরম্ভ হল। এমন যুদ্ধ কেহ কখন দেখে

নাই, শুনেও নাই। বোধ হল, যেন তাঁহাদের হুহুঙ্কারে গগণ বিদীর্ণ হয়। যুদ্ধের এই অবস্থা দেখে এসেছি, নিশ্চয় আমাদেরই জয় হবে। ভগবানের কথানুসারে মহারাজ অভি-ষেকের আয়োজন করুন। দেবী বেণীবন্ধনের উদ্‌যোগ করুন।

দ্রৌপ। (সজল নয়নে) ত্রিভুবনবিজয়ী আর্য্যপুত্র প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন কে তা সন্দেহ করে? ভগবানের আদেশানুসারে আমি বেণীবন্ধনের উদ্‌যোগ করি।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

যুধি। কঞ্চুকি, কঞ্চুকি!

কঞ্চু। মহারাজ, কি আজ্ঞা?

যুধি। অভিষেকের আয়োজন কর। ভগবান বাসুদেবের এই আজ্ঞা।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা মহারাজ। যুদ্ধ তবে শেষ হয়েছে?

যুধি। শেষ হবার বিলম্ব নাই। আর যাও দূতকে পারিতোষিক দিয়ে সন্তুষ্ট কর গে।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) ভৃত্যগণ, যাও যাও শীঘ্র স্বর্ণকলসে করে তীর্থবারি আন। প্রাসাদ পুষ্প-মালায় সুশোভিত কর, দ্বারে গঙ্গাজলপূর্ণ আম্রপল্লববিশিষ্ট স্বর্ণ-ঘট সংস্থাপন কর। তোরণে বাদ্যকরদিগকে মঙ্গলবাদ্য বাজাতে অজ্ঞা কর। আমিও যাই। এস, দূত, তোমাকে পারিতোষিক দি।

[দূত ও কঞ্চুকীর প্রস্থান।

[নেপথ্যে] তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হল, এখানে দয়ালু ব্যক্তি যদি কেউ থাক, জলদানে আমার প্রাণ রক্ষা কর।

যুধি। কে তুমি অত কাতর ভাবে জল প্রার্থনা করছ ? ভিতরে এস।

[নেপথ্যে] আমি ক্ষুধার্ত্ত পিপাসাতুর ব্রাহ্মণ।

মুনিবেশধারী চার্ব্বাক রাক্ষসের প্রবেশ।

রাক্ষ। (স্বগত) দুর্য্যোধনের হিতের জন্য মুনিবেশ ধরেছি। সরলচিত্ত যুধিষ্ঠিরের সাধ্য নাই আমাকে চিনতে পারে। (প্রকাশে) কে আমাকে অনুগ্রহ করে আহ্বান করলেন, কাকে আমার ত্রাণকর্ত্তা জ্ঞান করব ?

যুধি। মুনিবর, প্রণাম।

রাক্ষ। জল দেও, জল দেও। প্রাণ কণ্ঠাগত হল, জল দাও।

যুধি। কে আছ ? শীঘ্র জল আন।

জলপাত্র লইয়া কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। মুনিবর, আপনার জন্য এই সুশীতল জল এনেছি, পান করুন।

রাক্ষ। (জল হস্তে লইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি) তোমাকে ক্ষত্রিয় বলে বোধ হচ্ছে।

যুধি। আজ্ঞা, দাস ক্ষত্রিয় বটে।

রাক্ষ। তবে এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তোমার জ্ঞাতিবন্ধু-বান্ধব বিনষ্ট হচ্ছে। অতএব কেমন করে তোমার জল পান

করি? যাক, এই সুশীতল স্থানে বসে শ্রম দূর করি। আমার আশ্রম দণ্ডকারণ্যে, কুরুপাণ্ডবদিগের মহাযুদ্ধ দেখবের মানসে এত দূর এসেছি।

যুধি। আপনি কি এতক্ষণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছিলেন?

রাক্ষ। সমস্ত দিন আজ যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করেছি, এখন অতিশয় ক্লান্ত হয়ে তোমাদের নিকট এসেছি।

যুধি। যুদ্ধের সংবাদ কি?

রাক্ষ। অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই।

কঞ্চু। মুনিবর, আপনি বলেন কি? অর্জ্জুন দুর্যোধনে কেন, ভীম দুর্য্যোধনে গদা যুদ্ধ হচ্ছে।

রাক্ষ। রাম বল, আমি কি মিথ্যাকথা বলছি? ভীম দুর্য্যোধনের যুদ্ধের কথা বলছ? তা হয়ে গেছে।

যুধি। কি! ও-হ! (রোদন।)

দ্রৌপ। ওরে আমার কি হল রে? (ভূতলে শিরাঘাত)

কঞ্চু। শান্ত হউন, দেব। দেবি, শান্ত হউন।

দ্রৌপ। শেষে ভাগ্যে এই ছিল? অপমানে আরম্ভ সর্ব্বনাশে শেষ। ওরে আমার কি হল রে? (রোদন)

রাক্ষ। হা! (কঞ্চুকীর প্রতি) এঁরা কারা?

কঞ্চু। ইনি ভুবনবিখ্যাত যুধিষ্ঠির। ইনি পাণ্ডব-বধূ দ্রৌপদী।

রাক্ষ। আমি তো অতি নিষ্ঠুর, কি কথা বলে ফেলেছি?

দ্রৌপ। কোথায় গেলে অভাগিনীকে ফেলে? আমি দুর্য্যোধনের অপমান সহ্য করতে পারি, কিন্তু তোমার বিচ্ছেদ

সইতে পারি নে। হা রে বিধাতা, তোর মনে এই ছিল? (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)।

যুধি। (সজল নয়নে) পরিষ্কার করে বলুন ভীম জীবিত আছেন কি না? যদি জীবিত না থাকেন যুধিষ্টিরও অধিক ক্ষণ জীবিত থাকবে না।

রাক্ষ। (স্বগত) তা হলেই হল। (প্রকাশে) কুসংবাদ বিস্তারিত করে বলা উচিত নয়।

যুধি। সংক্ষেপেই বলুন। আর সন্দেহে আমাকে দগ্ধ করবেন না।

রাক্ষ। শুনুন। দুর্য্যোধনভীমের ভয়ঙ্কর গদা যুদ্ধের সময়—

দ্রৌপ। (সহসা উঠিয়া) তার পর, তার পর?

রাক্ষ। বলদেব প্রিয় শিষ্য দুর্য্যোধনের প্রতি কি সঙ্কেত করলেন, সেই সঙ্কেত পেয়েই দুর্য্যোধন অভীষ্ট সিদ্ধ করলেন।

যুধি। ভাই ভীম! (রোদন)

দ্রৌপ। (সরোদনে) আর্য্যপুত্র, তুমি কত অসাধ্য সাধন করেছ, এবার সুসাধ্য সাধন করতে পারলে না? যে আমার অপমান করলে সে তোমার প্রাণ সংহার করলে!

কঞ্চু। হা কুমার ভীম! মহারাজ, শান্ত হন। দেবি, শান্ত হন। বৃদ্ধ বয়সে আমার যুধিষ্টিরের ভ্রাতৃশোক দেখতে হল!

রাক্ষ। মহারাজ, শান্ত হন। আমার কথার শেষ পর্য্যন্ত শুনুন।

যুধি। আপনকার কথা শেষ হবার পূর্ব্বে আমার জীবন শেষ হক।

রাক্ষ। তার পর, সেই সুক্ষত্রিয় ভীম বীরের সদ্গতি পেলে পর—

যুধি। মুনিবর, আর শুনতে চাইনে।

রাক্ষ। তার পর অর্জ্জুন ভ্রাতৃশোকে উত্তেজিত হয়ে গাণ্ডীব পরিত্যাগ করে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

যুধি। ধন্য অর্জ্জুন, তুমি ভ্রাতার কাজ করেছ। কিন্তু আমি কি রূপে প্রাণত্যাগ করি?

দ্রৌপ। হা নাথ, কেন আমাকে সঙ্গে করে নে গেলে না?

[মূর্চ্ছা।]

রাক্ষ। তার পর বলদেব অর্জ্জুনের গদাযুদ্ধে মরণ আশঙ্কা করে অর্জ্জুনসুহৃদ বাসুদেবকে নিজ রথে তুলে নিয়ে দ্বারকায় চলে গেলেন। তারপর—

যুধি। আর বলবেন না, বলবেন না। ভাই ভীম, আমাকে অসহায় করে নির্দ্দয়ের ন্যায় কোথায় চলে গেলে?

দ্রৌপ। (উন্মাদের ভাবে হঠাৎ উঠিয়া) মহারাজ, কি হয়েছে?

যুধি। আর কি! সর্ব্বনাশ হয়েছে, ভীম হারিয়ে সর্ব্বস্ব হারিয়েছি।

দ্রৌপ। নাথ ভীমসেন, তুমি আমার চুল বেঁধে দেবে

বলেছিলে—ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা অনুচিত। চুল অবশ্যই বেঁধে দেবে, আমি তোমার কাছে যাই। [মূর্চ্ছা]

যুধি। আমি কি হতভাগ্য? ভগবান্ বলরাম, জ্ঞাতিধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, সুহৃদধর্ম্ম, সমুদায় আমার ভাগ্যদোষে ভুলে গেলে? দুই জনে যুদ্ধ করছে এমন সময়ে এক জনকে সাহায্য করা কোন্ ধর্ম্ম সঙ্গত? সুযোধন তোমার শিষ্য, সত্য—ভীম কি তোমার শিষ্য নয়? দেবি, উঠ, তোমার আমার সমান দুঃখ, উভয়ে একত্রে হাহাকার করি।

দ্রৌপ। সুভদ্রা, বাসুদেব বলে পাঠিয়েছেন আজ আমার বেণীবন্ধন হবে। চুল আঁচড়ে দাও, ফুল আন, বেণী রচনা কর। নারায়ণের কথা কি মিথ্যা হবে? (চক্ষু উন্মীলন করিয়া) আর্য্যপুত্র এই যাচ্ছেন। আমিও যাই। মহারাজ, মহারাজ, চিতা সজ্জা করুন, আমি যাই।

যুধি। যাজ্ঞসেনী ন্যায্য কথাই বলেছেন। কঞ্চুকি, দেবীর চিতা প্রস্তুত কর। আমার ধনুর্ব্বাণ দেও। না, ভীমের রক্তমাথা গদা নিয়ে অর্জ্জুন যা করেছেন আমিও তাই করি, আমার জয়ে প্রয়োজন নাই।

রাক্ষ। (স্বগত) যায় যে, সব পরিশ্রম বিফল হয় নাকি? (প্রকাশে) মহারাজ, যদি জয়ের ইচ্ছা না থাকে এইখানে মরাই ভাল।

কঞ্চু। ব্রাহ্মণ, আপনার হৃদয় কি পাষাণে নির্ম্মিত? মনুষ্যে এরূপ বলতে পারে না, এ রাক্ষসের কথা।

রাক্ষ। (স্বগত) জানতে পেরেছে কি? ঢেকে নি।

(প্রকাশে) আমার বলবার তাৎপর্য্য আছে। অর্জ্জুন দুর্য্যো-ধনে যুদ্ধ হচ্ছে, উভয়ের গদাযুদ্ধে নৈপুণ্যও জানা আছে। মহারাজ, এক শোকে জরজর হয়েছেন। পাছে যুদ্ধক্ষেত্রে আর একটী অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করেন সেই ভয়ে একথা বলেছি।

যুধি। মহর্ষি, আপনি হিতাকাঙ্ক্ষীর মত কথা বলেছেন।

রাক্ষ। (স্বগত) আমার মত হিতাকাঙ্ক্ষী কি আর দুটী আছে?

কঞ্চু। মহারাজ, আপনি দেবতাতুল্য, আপনি কি শোকান্ধ হয়ে ইতর লোকের ন্যায় ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিলেন?

যুধি। আর্য্য জয়ন্ধর, প্রাণের ভীমার্জ্জুনের শোণিতাক্ত শরীর ভূতলে লোটাচ্ছে তা দেখতে পারব না। দ্রৌপদি, আমার দোষে তোমার এ দশা হয়েছে, যখন চিতানল জ্বলে উঠবে তখন আমরা উভয়ে ভীমকে পুনর্দ্দর্শনাশায় যাত্রা করব।

দ্রৌপ। চিতা প্রস্তুত হয়েছে? এখনও হয় নি। বিলম্ব করছ কেন? ভীমের অবর্ত্তমানে পরিচারকেরা কি আমাদের কথা অগ্রাহ্য করছে?

রাক্ষ। স্বামীর অনুমৃতা হওয়া পাণ্ডবকুললক্ষ্মীর যোগ্য কার্য্য বটে।

যুধি। চিতা প্রস্তুত কর। আমি দেবীর সঙ্গে চিতারোহণ করি।

কঞ্চু। মহারাজ, এরূপ অভিলাষ করবেন না।

যুধি। পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। যখন ভীমকে হারিয়েছি আমার প্রাণত্যাগ করবার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করি।

কঞ্চু। আমি আর বলব কি? নীরব হলেম। (দীর্ঘ-নিশ্বাস।)

যুধি। চিতা প্রস্তুত করেছ, প্রজ্জ্বলিত কর।

রাক্ষ। (স্বগত) এরা চিতায় উঠে, মনস্কামনা সুসিদ্ধ হল। (প্রকাশে) আহা, পৃথিবী যুধিষ্ঠিরশূন্য, ধর্ম্মশূন্য হতে চলল! কি কুসংবাদই এনে দিলাম, আমারই কথায় মহারাজ প্রাণত্যাগ করছেন। নিষেধই বা করি কেমন করে? মহা-রাজকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে কেমন করে বলি? মহারাজ, আপনার পুড়ে না মলে হয় না?

যুধি। মুনিবর, আপনকার কোন দোষ নাই। আমি আপন ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগ করছি।

রাক্ষ। (স্বগত) সাধু, সাধু! (প্রকাশে) চক্ষের জলের সঙ্গে ফিরে যেতে হল।

[নেপথ্যে, শঙ্খনাদ।]

দ্রৌপ। কোন্ শত্রু এই শঙ্খ বাজাচ্ছে? শীঘ্র চিতা-রোহণ করি।

যুধি। চল চল শীঘ্র চল। জয়ন্ধর, সহদেব নকুলকে বলও যে উভয়ে যেন আমাদের শোকে অধীর না হয়ে বৃদ্ধ মাতার সুশ্রুষা ও স্বর্গীয় পিতার শ্রাদ্ধ তর্পণ করেন। আর জ্ঞাতিগৃহেই হউক অথবা দুর্গম বনেই হউক থেকে আত্মশরীর রক্ষা করেন। জয়ন্ধর, আমার কথাগুলি সব বলও, বিস্মৃত হইও না।

চেটীর প্রবেশ।

দ্রৌপ। বুদ্ধিমতি এসেছ, বেশ হয়েছে। আমি চললেম। উত্তরা চারি মাস গর্ভবতী, তাকে পিত্রালয়ে রেখে এস। এখানে আর কে যত্ন করবে?

যুধি। উত্তরার সন্তান হলে আমাদিগের শ্রাদ্ধ তর্পণ করতে পারবে। যে বৃক্ষ ফুলফলশোভিত সহস্র শাখায় পৃথিবী আচ্ছাদিত করেছিল, সেই বৃক্ষ নষ্ট হয়ে গেলে ছায়া-প্রার্থী ব্যক্তিরা তাহার সূক্ষ্ম অঙ্কুর হতে অসম্ভব আশা করে।

কঞ্চু। হা দেব পাণ্ডু, তোমার সন্তানদিগের শেষে এই হল! (রোদন)

যুধি। যদি অর্জ্জুন যুদ্ধে জয়ী হন, তাঁকে বলবে যেন ভীমের বিনাশের জন্য বলদেবের প্রতি ক্রোধ না করেন। বনে যাওয়াও ভাল তবু যেন আর ক্ষত্রিয়ের পথে পদার্পণ না করেন।

কঞ্চু। যে আজ্ঞা।

যুধি। বুদ্ধিমতি, জল এনে দাও, আমরা তর্পণ করে চিতারোহণ করি।

[চেটীর প্রস্থান।

জল ও কোষাকুষী লইয়া চেটীর পুনঃপ্রবেশ।

দেবি, অগ্রে তুমি বীর বৃকোদর ও স্নেহাস্পদ অর্জ্জুনের তর্পণ কর।

দ্রৌপ। আপনি করুন, আমি চিতারোহণ করি।

যুধি। জল আমাকেই দেও। পূজনীয় গাঙ্গেয় ভীষ্মকে এই সসিলাঞ্জলি, প্রপিতামহ শান্তনুকে এই সলিলাঞ্জলি, স্বর্গীয় পিতা পাণ্ডুকে এই সলিলাঞ্জলি। পিত, প্রসন্ন হয়ে মাতা মাদ্রীর সহিত একত্রে জলপান করুন। ভাই ভীম, আমরা একত্রে জলপান করব, যদিও অত্যন্ত পিপাসিত হয়ে থাক ক্ষণকাল বিলম্ব কর, আমি তোমার নিকট যাই। আমি আগে মাতার স্তন পান করেছি, তুমি কেন তর্পণজল অগ্রে পান করবে? দ্রৌপদি, তুমিও তর্পণ কর।

দ্রৌপ। (জল লইয়া) এ জল কাহাকে দিব?

যুধি। যিনি এই মাত্র পরলোক গমন করে মাতা কুন্তীকে শোকসাগরে ভাসিয়ে গেলেন তাঁকে দাও।

দ্রৌপ। আর্য্যপুত্র, স্বর্গে এই জল তোমার পাদোদক হক। আজ আমি মুক্ত কেশে তোমাকে জল দান করছি। মহারাজ, চলুন, চলুন, এতক্ষণ আর্য্যপুত্র অনেক দূর গেছেন।

যুধি। দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন হল। দেবি, বুঝি বৃকোদর জীবিত আছেন।

নেপথ্যে শঙ্খনাদ ও সভয়ে কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। মহারাজ, রক্ষা করুন। দুরাত্মা কৌরবাধম রক্তমাখা শরীরে কালদণ্ড গদা হাতে করে এদিকে দ্রৌপদীর অন্বেষণে আসছে।

যুধি। হা দৈব, বৃথা দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দন হল, বৃথা মনে আশা অঙ্কুরিত হল।

দ্রৌপ। হা ভীমার্জ্জুন, তোমরা চলে গেলে এখন কে আমাকে দুর্য্যোধনের হস্ত হতে রক্ষা করে? (কম্পন)

কঞ্চু। বুদ্ধিমতি, তুমি যাও, শীঘ্র নকুল সহদেবকে এখানে ডেকে আন।

দ্রৌপ। শীঘ্র ডেকে আন।

যুধি। ভয় নাই দ্রৌপদি, ভয় নাই কঞ্চুকি, আমিই তোমাদিগকে রক্ষা করব। ধনুর্ব্বান আন, কে আছ, ধনু-র্ব্বান আন।

[নেপথ্যে] তোমরা সকলে ভয়ে ভীত হয়ে পালাও কেন? তোমাদের ভয় নাই, যাজ্ঞসেনী কোথায়? দুর্য্যোধন পরিহাস করে যাকে নিজ উরু দেখিয়েছিল, এবং দুঃশাসন যাহার বস্ত্র হরণ করেছিল সেই পাণ্ডব-বধূ দ্রৌপদী কোথায়?

দ্রৌপ। এই যে এল।

যুধি। ওরে ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার, আয়, আজ বাণ বর্ষণে তোর দন্ত চূর্ণ করব। তুই আমার বধ্য নহিস, এ কথা মনে করিস না।

[নেপথ্যে] সেনাগণ, তোমাদের এদশা কেন? আমি রাক্ষসও নই, ভূতও নই। আমি একজন ক্রোধপরায়ণ ক্ষত্রিয়। ইচ্ছা পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে শত্রুরক্ত মেখেছি। দ্রৌপদী কোথায়?

দ্রৌপ। ওই আবার কি বলে? মহারাজ রক্ষা করুন।

কঞ্চু। দেবি, আপনি শীঘ্র চিতারোহণ করুন। ঐ দেখুন, চিতা জ্বলে উঠেছে।

দ্রৌপ। কেমন করে যাই? পা সরে না যে।

যুধি। ধনুর্ব্বাণ আন। আনলে না? আমি দুরাত্মাকে ক্রোধালিঙ্গনেই চূর্ণ করব।

কঞ্চু। চুলগুল বাঁধুন, বেঁধে চিতারোহণ করুন।

যুধি। দেবি, আমি দুরাত্মা সুযোধনের প্রাণ নাশ না করলে চুল বেঁধ না।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। আমি জীবিত থাকতে দুঃশাসনের হস্তোন্মুক্ত বেণী তুমি আপনি বেঁধ না, বেঁধ না।

দ্রৌপ—(বেগে গমন)।

ভীম। থাম, থাম, আর যাবে কোথায়? আমি এসেছি।

দ্রৌপ। গেলুম, গেলুম, গেলুম।

[চেটীর ক্রোড়ে পতন।

ভীম। পালাবে কেন? আমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে, শত্রু নিপাত হয়েছে।

যুধি। দুরাত্মা, আমার সাক্ষাতে দ্রৌপদীকে স্পর্শ করতে তোর সাহস হয়? আর কোথায় যাবি? (বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন) বাল্যকালাবধি তুই অপরাধ করে আসছিস, এখন আর যাবি কোথায়? তুই যখন ভীমার্জ্জুনকে মেরেছিস, তখন জীবিতাবস্থায় এক পদও চলতে পারবি না।

ভীম। আর্য্য, আমি ভীম, দুর্য্যোধন নই।

যুধি। তুই জীবনে কখনও সত্য কথা বলিস নাই, তা আমার জানা আছে।

ভীম। আর্য্য, আমি অপনকার দাসানুদাস ভীম।

যুধি। মিথ্যাবাদী ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার! তুই কখনই ভীম নহিস। আমি কখনই তোকে ছাড়ব না।

ভীম। আমি দুর্য্যোধনের রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখেছি বলে আমাকে চিনতে পারছেন না।

যুধি। এখনও মিথ্যা কথা বলছিস? আমি বাহু-যুদ্ধে তোকে বিনাশ করে ভীমের নিকট গমন করব।

ভীম। আর্য্য, আজ আপনার এ ভ্রম হল কেন? বুদ্ধি-মতি, তুমিও আমাকে চিনতে পারছ না? কঞ্চুকি, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না। হা! আমি কি হতভাগ্য, আর্য্য যুধিষ্টির আমার প্রতি এত বিমুখ হলেন কেন? এ দুঃখ আর কাকে বলি? আর্য্য, আপনকার এ ভ্রম হওয়া অপেক্ষা আমার যুদ্ধে মরা ভাল ছিল।

কঞ্চু। (নিকটে আসিয়া) মহারাজ, আমাদের ভ্রম হয়েছে, কুমার ভীমই বটে।

যুধি। ভীম? ভীম!

[ভীমের ক্রোড়ে অচেতন হওয়া।

ভীম। একি? অজ্ঞান হয়ে পড়লেন যে। দেবি, ভয় নাই, আমি ভীম।

যুধি। (চৈতন্য পাইয়া) ভীম, ক্রোধালিঙ্গন এখন স্নেহালিঙ্গন হল।

ভীম। মহারাজ,জয়ের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। দেবি, আমার প্রতিজ্ঞা পূরণের আর কিছু অবশিষ্ট নাই।

যুধি। ভাই, আমি চখের জলে অন্ধপ্রায় হয়ে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। সত্য করে বল তুমি আর অর্জ্জুন কি জীবিত আছ?

ভীম। আপনকার জয় লাভ হল এখন ভীমার্জ্জুনকে জীবিত বলা যেতে পারে।

যুধি। যিনি জতুগৃহে আমাদিগকে বাঁচিয়েছিলেন তুমি কি সেই ভীম?

ভীম। আমি আপনার সেই দাস।

যুধি। যিনি বনমধ্যে আমাদিগকে রক্ষা করেছিলেন তুমি কি সেই ভীম?

ভীম। আমি আপনার সেই দাস।

যুধি। যার অদর্শনে যুধিষ্ঠির প্রাণ হারা হয় তুমি কি সেই ভীম?

ভীম। আমি আপনার সেই অনুজ ভীম।

যুধি। যার আলিঙ্গনে সর্ব্বাঙ্গ শীতল হয় তুমি কি সেই প্রাণের সহোদর?

ভীম। আমি সেই আপনার স্নেহে পরম সৌভাগ্যশালী ভীম।

যুধি। আজ আনন্দের সীমা নাই। ভীম, তোমার অদ্ভুত কার্য্যের আর কিছু অবশিষ্ট আছে কি?

ভীম। আর্য্য, কার্য্যের প্রধান অঙ্গই অবশিষ্ট আছে। এখনও দ্রৌপদীর কেশ বন্ধন হয় নাই।

যুধি। শীঘ্র দেবীর বেণী বন্ধন কর।

ভীম। (দ্রৌপদীর দিকে অগ্রসর হইয়া) আমাকে দেখে ভয়ে ব্যাকুল হচ্ছ কেন ?

দ্রৌপ। এখনও আমার ভয় যায় নাই।

ভীম। আর ভয়ের প্রয়োজন নাই। আমি কি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মনে আছে ? (গদা সঞ্চালন করিয়া) "আমি যদি ক্ষত্রিয় হই, দুঃশাসনের বক্ষভেদ ও দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করে সেই রক্তমাখা হাতে তোমার বেণী বন্ধন করব।"

দ্রৌপ। তাকি ভুলতে পারি ?

ভীম। এস বেণী বন্ধন করি।

[বেণী বন্ধন ও পুষ্পবৃষ্টি]

[নেপথ্যে] ধন্য বীর ভীমসেন, তোমার আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞা, আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞা পালন !

ভীম। দ্রৌপদীর বেণী বন্ধন হল, আর্য্য যুধিষ্ঠির স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হলেন, পাণ্ডবদিগের শত্রু-সংহার হল।

[নেপথ্যে] জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রানাম্ যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মো যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

গাত।

(আজ) জয়নাদে পূরিল ভুবন।
মর্ত্ত্যে নর হরষিত স্বর্গে দেবগণ ॥
পর রাজ্য অপহরি, ধর্ম্মে পদার্পণ করি,
সবংশে নির্ম্মূল হল দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
কৌরবেরা পরাজিত, পাপ হল তিরোহিত,
বিরাজিত হল শান্তি, ধরায় এখন ॥

[যবনিকা পতন।